Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmrbbd@gmail.com

Poush 29, 1430 Bangla, January 13, 2024, Saturday, No. 13, 54th year

H I G H L I G H T S

PM Sheikh Hasina expresses her commitment to continue journey of the country towards prosperity. She also pledges to build a hunger and poverty free 'Sonar Bangla' as dreamed by Father of the Nation. (VOA: 8, Jago FM: 24)

AL GS Obaidul Quader says, government has to deal with various pressures from inside and outside Parliament. These challenges include political, economic and diplomatic pressures. (VOA: 7, R. Today: 22, Jago FM: 24)

Foreign Minister D. Hasan Mahmud says, newly elected govt led by PM Sheikh Hasina for the fourth consequtive time has been congratulated by all Western ambassadors, including USA, UK, and EU. (VOA: 9, Jago FM: 23)

New State Minister of Information and Broadcasting M A. Arafat says on his Twitter account that there will be no restrictions on freedom of expression and BD will be a non-sectarian and democratic state. (VOA: 8)

BNP Senior leader R K Rizvi terms the new AL govt as the blackest false govt characterized by one-party fascism. Adds, movement to bring down the dummy govt will continue and govt will fall soon. (VOA: 9)

Russia has again alleged that there was an attempt to influence the 12th National Parliament election of Bangladesh from the outside world. (R. Today: 23)

JCD president Hasanul Haque Inu says, "I have been defeated not by people's vote but by a rigged vote." Allegations of irregularities and vote rigging have been raised by ruling party's allies- JP, Worker's Party, and even the 'king parties'. (BBC: 3)

Iinternational human rights organization HRW has expressed concern over widespread repression of members of opposition and arrest of critics of government through social media before elections of BD. (R. Today: 21)

Within a week after elections, consumer goods market has heated up. The Prices of rice, vegetables, broiler chicken, atta, flour, pulses, ginger and garlic have increased in the market. (Jago FM: 23)

Firoz Rashid and Sunil Shubo Roy have been relieved from all party posts including co-chairman and presidium membership of the Jatiya Party. (R. Today: 21)

Bangladesh football has faced a big punishment. FIFA has fined BFF a huge sum of money on charge of several allegations, including breach of discipline and security rules, in three WC qualifying matches. (R. Today: 22)

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট
মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা
পৌষ ২৯, ১৪৩০ বাংলা, জানুয়ারি ১৩, ২০২৪, শনিবার, নং- ১৩, ৫৪তম বছর

শিরোনাম

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের সমৃদ্ধির পথে যাত্রা অব্যাহত রাখার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত 'সোনার বাংলা' গড়ে তোলার অঙ্গীকারও করেন।
(ভোয়া: ৮, জাগো এফএম: ২৪)

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন সংসদের ভিতরে-বাইরে নানামুখী চাপ সামাল দিতে হবে সরকারকে। এর মধ্যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও কূটনীতিক এই তিনটি চ্যালেঞ্জ রয়েছে।
(ভোয়া: ৭, রে. টুডে: ২২, জাগো এফএম: ২৪)

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে টানা চতুর্থবারের মতো গঠিত নবনির্বাচিত সরকারকে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ পশ্চিমা সব রাষ্ট্রদূত অভিনন্দন জানিয়েছেন বলে উল্লেখ করেছেন নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। (ভোয়া: ৯, জাগো এফ এম: ২৩)

বাংলাদেশের তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী হিসেবে নতুন দায়িত্ব পাওয়া মোহাম্মদ এ আরাফাত তাঁর টুইটার অ্যাকাউন্টে বলেছেন, মত প্রকাশের স্বাধীনতার ওপর কোনো বিধিনিষেধ থাকবে না এবং বাংলাদেশ হবে অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। (ভোয়া: ৮)

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগের নতুন সরকারকে একদলীয় ফ্যাসিবাদের বৈশিষ্ট্যযুক্ত কৃষ্ণতম মেকি সরকার বলে অভিহিত করেছেন বিএনপি জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। ডামি সরকারের পতনের আন্দোলন চলছে, চলবে এবং শিগগিরই সরকারের পতন ঘটবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। (ভোয়া: ৯)

বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে বহির্বিশ্ব থেকে প্রভাবিত করার চেষ্টা হয়েছিল বলে আবারও অভিযোগ করেছে রাশিয়া। (রে. টুডে: ২৩)

"জনগণের ভোটে নয়, কারচুপির ভোটে আমাকে পরাজিত করা হয়েছে", বলেছেন জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনু। অনিয়ম ও ভোট কারচুপির অভিযোগ উঠেছে ক্ষমতাসীন দলের মিত্র জাতীয় পার্টি, ওয়ার্কার্স পার্ট, এমন কি 'কিংসপার্টি' গুলোর পক্ষ থেকেও। (বিবিসি: ৩)

বাংলাদেশ দ্বাদশ জাতীয় সংসদে নির্বাচনের পূর্বে বিরোধী দলের সদস্যদের উপর ব্যাপক দমন-পীড়ন ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সরকারের সমালোচনাকারীদের গ্রেফতারে উদ্বেগ জানিয়েছে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস ওয়াচ এইচ আর ডব্লউ। (রে. টুডে: ২১)

জাতীয় নির্বাচনের পর সপ্তাহ না পেরুতেই উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজার। গত এক সপ্তাহের ব্যবধানে বাজারে দাম বেড়েছে চাল, সবজি, ব্রয়লার মুরগি, আটা, ময়দা, ডাল, ছোলা, আদা ও রসুনসহ আরও বেশকিছু পণ্যমূল্য। (জাগো এফ এম: ২৩)

কাজী ফিরোজ রশিদ ও সুনীল শুভ রায়কে জাতীয় পার্টির কো-চেয়ারম্যান এবং প্রেসিডিয়াম সদস্যপদসহ দলীয় সকল পদবী থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। (রে. টুডে: ২১)

বড় শাস্তির মুখে পড়েছে বাংলাদেশ ফুটবল। বাফুফেকে বড় অঙ্কের আর্থিক জরিমানা করেছে ফিফা। বিশ্বকাপ বাছাইয়ের তিনটি ম্যাচে শৃঙ্খলাভঙ্গ, নিরাপত্তাবিধি ভাঙাসহ বাফুফের একাধিক অভিযোগ এনেছে বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থ। (রে. টুডে: ২২)

বিবিসি

নির্বাচনে হেরে 'বিব্রত ও প্রতারিত' বোধ করছেন আওয়ামী লীগের সঙ্গীরা

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে 'অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ' নির্বাচন অনুষ্ঠানের যে প্রতিশ্রুতি আওয়ামী লীগ দিয়েছিল, তারা সে কথা রাখেনি বলে অভিযোগ করছেন ক্ষমতাসীন দলটির জোটসঙ্গী ও মিত্র দলের নেতারা। নির্বাচনে অংশ নিয়ে তাদের অনেকেই এখন 'বিব্রত' এবং 'প্রতারিত' বোধ করছেন বলে বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছেন। বিএনপিবিহীন এবারের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের সাথে আরও ২৬টি রাজনৈতিক দল অংশ নিয়েছে। এসব দলের মধ্যে ক্ষমতাসীনদের ১৫ বছরের জোটসঙ্গী জাসদ এবং ওয়ার্কার্স পার্টি যেমন ছিল, তেমনি ছিল দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক মিত্র জাতীয় পার্টিও। এছাড়া 'কিংসপার্টি' হিসেবে পরিচিতি পাওয়া তৃণমূল বিএনপি, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন (বিএনএম), বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি-সহ বেশ কয়েকটি ছোট দলকেও এবারের নির্বাচনে অংশ নিতে দেখা গেছে।নির্বাচনের আগে এসব দলের নেতারা 'অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে' ভোট হবে বলে প্রচারণা চালালেও ভোটের ফলাফল দেখার পর এখন তারা উল্টো সুরে কথা বলছেন।

"জনগণের ভোটে নয়, কারচুপির ভোটে আমাকে পরাজিত করা হয়েছে", বিবিসি বাংলাকে বলেন আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ১৪-দলীয় জোটের অন্যতম শরিক জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জাসদ) সভাপতি হাসানুল হক ইনু। অনিয়ম ও ভোট কারচুপির অভিযোগ উঠেছে ক্ষমতাসীন দলের মিত্র জাতীয় পার্টি, ওয়ার্কার্স পার্ট, এমন কি 'কিংসপার্টি' গুলোর পক্ষ থেকেও। নির্বাচন সুষ্ঠু হলে আরও বেশি সংখ্যক আসন পেতেন বলে বিবিসি বাংলার কাছে দাবি করেছেন জাতীয় পাটির চেয়ারম্যান জিএম কাদের। তবে টানা চতুর্থ মেয়াদে ক্ষমতায় যাওয়া আওয়ামী লীগ অবশ্য জোটসঙ্গী ও মিত্রদের এসব কথায় মোটেও গুরুত্ব দিচ্ছে না। "হেরে গেলে অনেকেই অনেক কথা বলার চেষ্টা করেন" বিবিসি বাংলাকে বলেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম।

উল্লেখ্য যে, বিএনপি-বিহীন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ২২২টি আসন পেয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে আওয়ামী লীগ। এরপর সবচেয়ে বেশি ৬২টি আসনে বিজয়ী হয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থীরা, যাদের অধিকাংশই আবার আওয়ামী লীগেরই নেতা। কাজেই সহজভাবে বললে ক্ষমতাসীন দলের বাইরে কেবল জাতীয় পার্টি ১১টি এবং ওয়ার্কার্স পার্টি, জাসদ ও কল্যাণ পার্টি একটি করে আসনে জয় পেয়েছে। ফলে জাতীয় পার্টির জন্য এখন নতুন সংসদে প্রধান বিরোধী দল হওয়ার ব্যাপারটিও অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।রাজশাহী-২ আসনে টানা গত ১৫ বছর সংসদ সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন ১৪-দলীয় জোটের অন্যতম শরিক ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক ফজলে হোসেন বাদশা। মি. বাদশা এবারও আসনটিতে জোটের প্রার্থী হয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হেরেছেন রাজশাহী মহানগর আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি শফিকুর রহমানের কাছে। যদিও নির্বাচনের এই ফলাফল তিনি মেনে নেননি। অনিয়ম ও ভোট কারচুপির বিস্তর অভিযোগ তুলে ইতোমধ্যেই আনুষ্ঠানিকভাবে চিঠি দিয়েছেন নির্বাচন কমিশনে। "ভোটারদের ভয়-ভীতি দেখিয়ে অরাজকতা ও অনিয়মের মধ্য দিয়ে তারা এই নির্বাচন করেছে," বিবিসি বাংলাকে বলেন ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক ফজলে হোসেন বাদশা। নির্বাচনে কী কী ধরনের অনিয়ম করা হয়েছে, তার একটি ফর্দ তৈরি করে নির্বাচন কমিশনে পাঠিয়েছেন মি. বাদশা। সেখানে তার প্রধান দু'টি অভিযোগের একটি হচ্ছে- ভোটারদের মধ্যে যারা টিসিবি সুবিধা পান, তাদের কার্ড আটকে রেখে আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি শফিকুর রহমানকে ভোট দিতে চাপ দেওয়া হয়েছে। আর দ্বিতীয় অভিযোগটি হচ্ছে - মি. বাদশার সমর্থকরা যাতে ভোটকেন্দ্রে না যান, সেজন্য নির্বাচনের দিন সকালে তাদের 'হুমকি ও ভয়ভীতি' দেখানো হয়েছে। মি. বাদশার ভাষায় এই কাজগুলো করিয়েছেন "স্থানীয় আওয়ামী লীগেরই প্রভাবশালী" একটি অংশ। অথচ নির্বাচনের আগে ক্ষমতাসীনদের পক্ষ থেকে তাকে কথা দেওয়া হয়েছিল যে, ভোট সুষ্ঠু হবে।

তাহলে কি আওয়ামী লীগ তার কথা রাখতে পারেনি? এই প্রশ্নের জবাবে ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক ফজলে হোসেন বাদশা বিবিসি বাংলাকে বলেন, "কথা রাখতে পারেনি বলাটাও খুব দুর্বল দেখায়। আওয়ামী লীগ কথা রাখেনি।" স্থানীয় আওয়ামী লীগের এসব কর্মকাণ্ড সম্পর্কে দলটির কেন্দ্রীয় নেতাদের জানিয়েছিলেন কী-না, এমন প্রশ্নের জবাবে মি. বাদশা বলেন, "শত বার জানিয়েছি। তারা ব্যবস্থা নিচ্ছি বলেছে, কিন্তু বাস্তবে তেমন কিছুই দেখা যায়নি।" মি. বাদশার মতো একই ঘটনা ঘটেছে ১৪-দলীয় জোটের আরেক শরিক জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জাসদ) সভাপতি হাসানুল হক ইনুর সঙ্গে। আওয়ামী লীগের জোট সঙ্গী হয়ে অতীতে মি. ইনু টানা তিন মেয়াদে কুষ্টিয়া-২ আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন, এমনকি মন্ত্রিত্বও পেয়েছেন একবার। অথচ সেই একই আসনে এবার নৌকা প্রতীকে নির্বাচন করেও তিনি স্বতন্ত্রপ্রার্থী কামারুল আরেফিনের কাছে পরাজিত হয়েছেন ২৩ হাজারেরও বেশি ভোটে। মি. আরেফিন স্থানীয় আওয়ামী লীগের উপজেলা পর্যায়ের একজন নেতা, যাকে নিজ এলাকার বাইরে সেভাবে কেউ চেনেন না। অন্যদিকে, মি. ইনু জাতীয় পর্যায়ের একজন সুপরিচিত প্রার্থী। কাজেই একজন উপজেলা পর্যায়ের নেতার কাছে 'সুপরিচিত' নেতার পরাজিত হওয়াটার ঘটনা সারা দেশেই বেশ আলোচনার খোরাক জুগিয়েছে। আর এতে বেশ অস্বস্তিতে পড়েছেন জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনু। "আমি বিব্রত হয়েছি। একটু বিব্রত হয়েছি", বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন তিনি। কিন্তু ক্ষমতাসীন দল থেকে যাকে সমর্থন দেওয়া হয়েছে, তাকে কেন এমন 'বিব্রতকর' পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হলো? "জনগণ আমার পক্ষে ছিল, কিন্তু এখানে ১৮টি কেন্দ্রে ভোট কারচুপির মাধ্যমে আমাকে

পরাজিত করা হয়েছে", বিবিসি বাংলাকে বলেন মি. ইনু। তিনি আরও বলেন, "আওয়ামী লীগ আমাকে দলগতভাবে সমর্থন দিয়েছে, কিন্তু তাদের ভেতরের একটি বড় অংশ আমার বিপক্ষে কাজ করেছে। তারাই এসব ঘটিয়েছে।" ক্ষুব্ধ ও বিব্রত মি. ইনু এখন বিষয়টি জোটের সভায় তোলার অপেক্ষায় আছেন। "বিষয়টি নিয়ে আমরা বাকীদের সাথে আলোচনা করবো। জোটনেত্রী তখন কী নীতি বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, সেটি দেখে আমরা পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করবো" বিবিসি বাংলাকে বলেন মি. ইনু।

জাতীয় পার্টি আওয়ামী লীগের দীর্ঘদিনের মিত্র। গত তিনটি জাতীয় নির্বাচনে ক্ষমতাসীনদের সঙ্গে সমঝোতা করে নির্বাচনে জিতেছে এবং সংসদে প্রধান বিরোধী দল হয়েছে। এর মাধ্যমে তারা ২০০৮ সালে ২৭টি আসন, ২০১৪ সালে ২৯টি এবং ২০১৮ সালে ২২টি আসন পেয়েছিল। ফলে এবারও তারা আওয়ামী লীগের সাথে সমঝোতা করে নির্বাচন গিয়েছিল। দলটির একাধিক কেন্দ্রীয় নেতার সাথে কথা বলে ধারণা পাওয়া যাচ্ছে যে, এবারও তাদের বিশ্বাস ছিল অন্তত দুই ডজন আসনে তারা বিজয়ী হবে এবং নতুন সংসদে প্রধান বিরোধী দলের মর্যাদা পাবে। কিন্তু নির্বাচন শেষে দেখা যাচ্ছে, দলটি এককভাবে জয় পেয়েছে মাত্র ১১টি আসনে। নির্বাচনে নিজেদের এই পরিণতির জন্য এখন ক্ষমতাসীনদেরই দুষছেন দলটির চেয়ারম্যান জি এম কাদের। "উনারা (আওয়ামী লীগ) বলেছিলেন যে, সবখানে নির্বাচন সুষ্ঠু হবে। কিন্তু বাস্তবে সেটা হয়নি," বিবিসি বাংলাকে বলেন মি. কাদের। নির্বাচনে 'ব্যাপক ভোটকারচুপি'র অভিযোগ তুলে দলটির চেয়ারম্যান বলছেন, ভোট 'সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ' হলে তারা আরও বেশি আসন পেতেন। "আমরা বলছি না যে সবখানে বিজয়ী হতাম, কিন্তু আরও অন্তত ত্রিশ থেকে চল্লিশটি আসনে ভালোরকম প্রতিদ্বন্দ্বিতা হতো", বিবিসি বাংলাকে বলেন মি. কাদের। "কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা গেলো যেখানে আমাদের এবং নৌকার প্রার্থী ছিল, সেখানে লাঞ্চের পর থেকে ঢালাওভাবে সব ভোটকেন্দ্র দখল করে তারা ভোট দিয়েছে" বিবিসি বাংলাকে বলেন তিনি। এছাড়া নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে যে ২৬টি আসনে ছাড় দেওয়া হয়েছিল, সেখানেও এখন "ষড়যন্ত্রের" গন্ধ পাচ্ছে জাতীয় পার্টি। "আমরা একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য আলাপ-আলোচনা করেছিলাম। কিন্তু তারা নির্বাচন কমিশনে চিঠি দিয়ে আসন ভাগাভাগির কথা জানালো। এটা ইচ্ছাকৃত, নাকি ভুল জানি না। তবে নানাভাবে আমরা একটা ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে গেছি।" বিবিসি বাংলাকে বলেন জিএম কাদের।

এবারের নির্বাচনে 'কিংসপার্টি' হিসেবে পরিচিতি পাওয়া তৃণমূল বিএনপি, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন (বিএনএম) এবং বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টি শুরু থেকেই বেশ আলোচনায় ছিল। ক্ষমতাসীনদের সুরের সাথে সুর মিলিয়ে তারাও 'সুষ্ঠু নির্বাচন হবে' বলে প্রচারণা চালিয়েছে। কিন্তু নির্বাচনের ফলাফলে দেখা যাচ্ছে, দলগুলোর অধিকাংশ প্রার্থীই জামানত হারিয়েছেন। ফলে এখন তাদের সুরও পাল্টাতে শুরু করেছে। নারায়ণগঞ্জ-১ আসনে এবার ভোটে দাঁড়িয়ে জামানত হারিয়েছেন তৃণমূল বিএনপির মহাসচিব তৈমুর আলম খন্দকার। তার আসনে প্রায় পৌনে চার লাখ ভোটারের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি ভোটার ভোট দিয়েছে বলে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। এর মধ্যে মি. খন্দকার পেয়েছেন মাত্র ৩ হাজার ১৯০ ভোট। তিনিও এখন ভোট কারচুপির অভিযোগ তুলছেন। "যত ভোট পড়েছে বলে দেখানো হচ্ছে, সেটা হাস্যকর। বাস্তবে এতো পড়েনি। এটা কোন নির্বাচনই হয়নি" বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন মি. খন্দকার। একই কথা বলছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের (বিএনএম) ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান শাহ মোহাম্মদ আবু জাফর। তিনি ফরিদপুর-১ আসন থেকে নির্বাচনে করে জামানত হারিয়েছেন। আসনটিতে গড়ে প্রায় ৫০ শতাংশ ভোট পড়েছে বলে নির্বাচন কমিশন থেকে জানানো হলেও সেটি মানতে নারাজ মি. জাফর। "মাঠে আমরা যে চিত্র দেখেছি, তাতে ১২ থেকে ১৫ শতাংশের বেশি ভোট পড়ার কথা না। ম্যাকানিজম করে ভোট বাড়ানো হয়েছে।", বিবিসি বাংলাকে বলেন তিনি। এই অভিজ্ঞতায় আওয়ামী লীগের 'সুষ্ঠু নির্বাচনের' প্রতিশ্রুতির কথা মনে হলে 'প্রতারিত' বোধ করছেন বলে বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছেন কিংসপার্টির একজন তৈমুর আলম খন্দকার। "সরকার আমাদের বলছিল যে, একটা সুষ্ঠু পরিবেশে নির্বাচন হবে। কিন্তু সেটি হয়নি। কাজেই প্রতারিত মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক" বিবিসি বাংলাকে বলেন মি. খন্দকার।

ভোট কারচুপির অভিযোগ তুলে জোটসঙ্গী ও মিত্র দলের নেতারা আওয়ামী লীগকে সরাসরি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের জন্য দায়ী করলেও সেটি নিয়ে খুব একটা চিন্তিত বলে মনে হচ্ছে না ক্ষমতাসীনদের। ভোটে হেরে যাওয়ার ব্যর্থতা ঢাকতেই মিত্ররা এমন 'ভিত্তিহীন' অভিযোগ তুলছেন বলে মনে করছে আওয়ামী লীগ। "জনগণ ভোট না দিলে সে দায় আওয়ামী লীগের ঘাড়ে চাপানোর কোন সুযোগ নেই" বিবিসি বাংলাকে বলেন দলটির যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম। আওয়ামী লীগের ভাষ্য হচ্ছে, নির্বাচন সুষ্ঠু, সুন্দর এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হয়েছে। "নিবাচন যে সুষ্ঠু-সুন্দর হয়েছে, সেটা সবাই দেখেছে। বিদেশি পর্যবেক্ষকরাও বলেছে। কাজেই এমন ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলে শোভনীয় নয়। এই সংস্কৃতি থেকে বের হয়ে আসা উচিত" বিবিসি বাংলাকে বলেন মি. নাছিম। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ১২.১.২৪ রিহাব)

সাবেক সেনা কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী, শিক্ষক- নতুন মন্ত্রীদের পরিচয় কী?

বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদের মন্ত্রিসভায় বেশ কিছু নতুন মুখ রয়েছে। তাদের অনেকেই প্রথমবারের মতো মন্ত্রী এবং প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়েছেন। এরইমধ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে তার নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যরা শপথ নিয়েছেন। দায়িত্ব পাওয়া নতুন মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীরা বলছেন, যে দায়িত্ব পেয়েছেন তা যথাযথভাবে পালন করাটাই হবে তাদের প্রধান লক্ষ্য। তাদের আগের অভিজ্ঞতা নতুন দায়িত্ব পালনে সহায়ক হবে বলেও মনে করেন তারা। এবারের

৩৭ সদস্যের মন্ত্রিসভায় প্রথমবারের মতো যারা মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী হয়েছেন, তাদের সংখ্যা মোট ১৪ জন। এদের মধ্যে টেকনোক্র্যাট মন্ত্রীও রয়েছেন।

মৌলভীবাজার-৪ আসন থেকে নির্বাচিত হয়েছেন আব্দুস শহীদ। তিনি কৃষি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেয়েছেন। এর আগে এই মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন আওয়ামী লীগের স্থায়ী কমিটির সদস্য আব্দুর রাজ্জাক। মি. শহীদ বিবিসি বাংলাকে বলেন, ১৯৬২ সাল থেকেই তিনি ছাত্রলীগের রাজনীতির সাথে জড়িত। তিনি ১৯৯১ সালে পঞ্চম জাতীয় সংসদে মৌলভীবাজার-৪ আসন থেকে প্রথমবারের মতো সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। সেসময় সংসদে বিরোধী দলীয় এমপি ছিলেন তিনি। এরপর ১৯৯৬ সালে দ্বিতীয়বার আওয়ামী লীগের হয়ে একই আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন তিনি। এই সংসদে আওয়ামী লীগ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে সরকার গঠন করেছিল। এরপর পর্যায়ক্রমে ২০০১, ২০০৮, ২০১৪ ও ২০১৮ সালেও সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। সংসদ সদস্য থাকার সময় একাধিকবার হুইপ ও চিফ হুইপ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। তবে পূর্ণ মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন এবারই প্রথম। মি. শহীদ জানান, তিনি মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ গণমহাবিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে কাজ করেছেন। তবে এই আয়ে সংসার চালাতে কষ্ট হওয়ায় পরে ব্যবসা শুরু করেন তিনি। এছাড়া ফিশারিজ, চা বাগান, লেবু বাগানের ব্যবসা রয়েছে তারা। "এসব কিছুই কৃষি উৎপাদনের সাথে জড়িত। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেহেতু আমাকে এ দায়িত্ব দিয়েছেন, তাহলে হয়তো কোনো না কোনোভাবে ধারণার মধ্যে রাখছে এইটা।" তিনি বলেন, সব দায়িত্ব পালন করতে গেলে নানা ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হয়। জিডিপির বেশিরভাগ প্রবৃদ্ধি কৃষিখাত থেকেই আসে বলে এ খাত নিয়ে কাজ করতে গেলে চ্যালেঞ্জ বেশি আসবে। তবে দায়িত্ব পালনের সময় প্রান্তিক কৃষকদের উন্নয়নেই বেশি জোর দেয়া হবে বলে জানান তিনি।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩ আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন র আ ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী। এনিয়ে মোট চার বার সংসদ সদস্য হয়েছেন তিনি। চলতি মন্ত্রিসভায় গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন তিনি। শুরু থেকেই ছাত্রলীগের রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন মি. মোকতাদির। ১৯৬৯ সালে ঢাকা কলেজ ছাত্র সংসদের ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন। পরের বছর তিনি ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পান। বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের খবরে বলা হচ্ছে, ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন তিনি। সেখানে তিনি আহতও হন। পরে ১৯৭৫ সালে বাকশাল গঠিত হওয়ার পর ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হন তিনি। ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একান্ত সচিব ছিলেন তিনি। ২০১০ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সদর আসনের উপ-নির্বাচনে জয়ের মধ্য দিয়ে প্রথমবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন তিনি। পরে ২০১৪ ও ১৮ সালেও সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি। এই সময়ে তিনি পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সদস্য ছিলেন।

ফরিদপুর-১ আসন থেকে নির্বাচিত হয়েছেন আব্দুর রহমান। তিনি এ নিয়ে তিন বার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। একই সাথে সরকারের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হয়েছেন তিনি। এর আগে ২০০৮ সালের নবম জাতীয় সংসদ এবং ২০১৪ সালে দশম জাতীয় সংসদেও এমপি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি। মি. রহমান পেশায় একজন ব্যবসায়ী। তার জন্ম ফরিদপুর জেলার মধুখালী উপজেলায়।

ময়মনসিংহ-১ আসন থেকে নির্বাচিত হয়েছেন মেজর জেনারেল (অব.) আব্দুস সালাম। তিনি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেয়েছেন। এর আগে এই মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন সুনামগঞ্জের সংসদ সদস্য এম এ মান্নান। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের খবরে বলা হচ্ছে, মি. সালাম সেনাবাহিনী থেকে অবসর গ্রহণের পর ব্রাজিলে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এরপর ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগে যোগ দেন এবং নির্বাচনে জয় লাভ করে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ২০০১ সালে নির্বাচনে অংশ নিলেও তিনি পরাজিত হন। পরে ২০০৮ সালে নির্বাচনে অংশ নিয়ে আবারো সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ২০২৩ সালে তিনি নান্দাইল উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। তবে বেশ কয়েকবার সংসদ সদস্য হলেও এবারই প্রথম মন্ত্রী হলেন তিনি। গোয়েন্দা বিভাগসহ সেনাবাহিনীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে ছিলেন আব্দুস সালাম। এছাড়া স্বরাষ্ট্র ও যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতিও ছিলেন তিনি।

রাজবাড়ী-২ আসন থেকে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হয়ে নির্বাচনে জয় পেয়ে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন মো. জিল্লুল হাকিম। তিনি সরকারের রেলপথ মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন। এর আগে এই মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন নূরুল ইসলাম সুজন। এ নিয়ে মোট পাঁচবারের মতো সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন তিনি। ১৯৯৬ সালে তিনি প্রথমবারের মতো সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ২০০১ সালের নির্বাচনে অংশ নিয়ে বিএনপির প্রার্থীর কাছে হেরে যান তিনি। পরে ২০০৮, ২০১৪ ও ২০১৮ সালের নির্বাচনে অংশ নিয়ে জয় পান তিনি। মি. হাকিম পেশায় একজন ব্যবসায়ী। এছাড়া রাজবাড়ী জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি তিনি।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেয়েছেন নাজমুল হাসান। তিনি কিশোরগঞ্জ-৬ আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। ২০০৯ সালে এই আসনের উপ-নির্বাচনে জয় লাভের পর প্রথমবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন তিনি। মি. হাসান বাংলাদেশের প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমান এবং রাজনীতিবিদ আইভি রহমানের সন্তান। সংসদ সদস্য ছাড়াও

তিনি ২০১২ সাল থেকে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি হিসেবেও নিযুক্ত রয়েছেন। এছাড়া তিনি বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড এবং শাইনপুকুর সিরামিক লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক।

মি. সেন এবার টেকনোক্রেট মন্ত্রী হিসেবে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেয়েছেন। এর আগে এই মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন জাহিদ মালেক। মন্ত্রিসভায় পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পাওয়ার পর ডা. সামন্ত লাল সেন বিবিসি বাংলাকে বলেন, মন্ত্রিসভায় ডাক পাওয়া তার জন্য একবারেই অপ্রত্যাশিত। চিকিৎসক সামন্ত লাল সেনের সাথে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দীর্ঘদিনের ব্যক্তিগত পরিচয় রয়েছে। অনেকে মনে করেন তিনি শেখ হাসিনার আস্থাভাজন। এ বিষয়টি মন্ত্রী হবার ক্ষেত্রে কাজ করেছে কী না? এমন প্রশ্নে মি. সেন বলেন, "আমি ঠিক বলতে পারবো না।" মি. সেন জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইউনিটের প্রধান সমন্বয়ক হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। এর আগে ১৯৮৬ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজে বার্ন ইউনিট চালু হলে তিনি এতে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। পরে ২০০৩ সালে বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারির জন্য একটি আলাদা ইউনিট প্রতিষ্ঠা করা হয় যার প্রতিষ্ঠাকালীন পরিচালক ছিলেন তিনি। পরে তিনি অবসরগ্রহণ করলে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইউনিটের প্রধান সমন্বয়কের দায়িত্ব দেয়া হয়। পরে এই ইউনিটটিকে একটি আলাদা প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করে শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইন্সটিটিউট নামে ২০১৯ সালে চালু করা হয়। প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই এর প্রধান সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করেছেন মি. সেন। বলা হয়, এই ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা করতে গিয়েই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নজরে আসেন তিনি। একই সাথে তিনি বাংলাদেশ প্লাস্টিক সার্জন সোসাইটির সভাপতি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন। চিকিৎসায় সেবায় বিশেষ অবদানের জন্য বাংলা একাডেমি তাকে ২০১৮ সালে সম্মানসূচক ফেলোশিপ দেয়।

খাগড়াছড়ি আসন থেকে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা। তাকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এর আগে তিনি ২০১৪ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনেও সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। এছাড়া তিনি ২০১০ সাল থেকে পরবর্তী তিন বছর খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। মি. ত্রিপুরা বলেন, প্রায় ৪০ বছর ধরে আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে জড়িত তিনি। "আমি জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ছিলাম অনেক বছর। এটাও দপ্তর একটা। এছাড়া টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান ছিলাম। এটা মন্ত্রণালয়ের চেয়ে কঠিন ছিল," বিবিসি বাংলাকে বলেন মি. ত্রিপুরা। ২০১৮ সালে তাকে শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের বিষয়ে গঠিত টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান করা হয়েছিল। তিনি বলেন, যেহেতু আগে থেকেই বিভিন্ন ধরনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন, নতুন দায়িত্বও যথাযথভাবে পালন করতে পারবেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী হিসেবে কাজ করে এই জেলার চেহারা পাল্টে দিতে চান বলে জানান মি. ত্রিপুরা। পটুয়াখালী-৪ আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন তিনি। দায়িত্ব পেয়েছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে। একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও একই আসন থেকে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি। সেসময় তিনি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ছিলেন। এর আগে ছাত্রলীগ ও যুবলীগের রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন মি. রহমান। ছিলেন যুবলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। পটুয়াখালী জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতির দায়িত্বেও ছিলেন।

ঢাকা-১৭ আসন থেকে নির্বাচনে জয়লাভ করে সংসদ সদস্য হয়েছেন মোহাম্মদ আলী আরাফাত। তিনি তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়েছেন। এর আগে ২০২৩ সালের জুলাইতে এই আসনের সংসদ সদস্য চিত্রনায়ক ফারুক মারা যাওয়ায় আসনটি শূন্য হয়। উপনির্বাচনে জয় পেয়ে প্রথমবারের মতো সংসদ সদস্য হন তিনি। গত কয়েক বছরে রাজনীতিতে তার উত্থান হয়েছে এবং ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের থিঙ্ক ট্যাঙ্ক গ্রুপের একজন প্রভাবশালী সদস্য হিসেবে তিনি পরিচিত। তিনি ২০২২ সালে আওয়ামী লীগের সর্বশেষ জাতীয় সম্মেলনে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য হন। তিনি একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং একই বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের প্রধান উপদেষ্টা। একই সাথে তিনি সুচিন্তা ফাউন্ডেশন নামে একটি বেসরকারি সংস্থার চেয়ারম্যান।

গাজীপুর-৪ আসন থেকে জয় পেয়ে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন সিমিন হোসেন রিমি। তিনি মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী দায়িত্ব পেয়েছেন। এ নিয়ে চতুর্থবারের মতো সংসদ সদস্য নির্বাচিত হলেন তিনি। বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের কন্যা তিনি। তার ছোট ভাই তানজিম আহমেদ সোহেল তাজ সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী। ৭৫ এর ১৫ই অগাস্টের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর তেসরা নভেম্বর তাজউদ্দীন আহমেদসহ জাতীয় চার নেতা কারাগারে হত্যাকাণ্ডের শিকার হন। সিমিন হোসেন রিমির মা সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন পরবর্তীতে আওয়ামী লীগের সভানেত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। ২০১২ সালে গাজীপুর-৪ আসনের উপনির্বাচনে জয় লাভের মধ্য দিয়ে প্রথমবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি। এরপর ২০১৪ এবং ২০১৮ সালের নির্বাচনেও তিনি পুনর্নির্বাচিত হন। এর আগে ১৯৯৬ সালে এই আসনটিতে এমপি হয়েছিলেন তার চাচা আফসার উদ্দীন আহমদ খান। ২০২২ সালে আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য করা হয় সিমিন হোসেন রিমিকে।

শফিকুর রহমান চৌধুরী

সিলেট-২ আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন তিনি। দায়িত্ব পেয়েছেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে। সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি দ্বিতীয়বারের মতো সংসদ সদস্য

নির্বাচিত হন। এর আগে ২০০৮ সালে একই আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি। তিনি ১৯৬৯ সালে ছাত্রলীগের রাজনীতির সাথে যুক্ত হন। পরে তিনি যুক্তরাজ্য চলে যান এবং সেখানে আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে যুক্ত হন। যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ছিলেন তিনি।

গাজীপুর-৩ আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়েছেন বেগম রুমানা আলী। এর আগে সংরক্ষিত নারী আসনে সংসদ সদস্য ছিলেন তিনি। রুমানা আলী সাবেক সংসদ সদস্য ও প্রয়াত রাজনীতিবিদ রহমত আলীর কন্যা। গাজীপুর-৩ আসন থেকে বহুবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন তার বাবা। এছাড়া শেখ হাসিনার প্রথম সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন রহমত আলী। পেশাগত জীবনে একজন শিক্ষক রুমানা আলী কেন্দ্রীয় কৃষক লীগের মহিলা বিষয়ক সম্পাদকেরও দায়িত্ব রয়েছেন।

তিনি টাঙ্গাইল-৬ আসন থেকে নির্বাচিত হয়েছেন। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়েছেন তিনি। এর আগে তিনি ২০১৮ সালে একই আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। এছাড়া ২০০৮ সালের নির্বাচনে অংশ নিলেও পরাজিত হয়েছিলেন তিনি।

আহসানুল ইসলাম টিটো টাঙ্গাইল জেলা আওয়ামী লীগের শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক সম্পাদক ছিলেন। মি. ইসলাম আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদের সাবেক সদস্য এবং ঢাকা-৯ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য প্রয়াত মকবুল হোসেনের ছেলে। মি. হোসেন আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের প্রতিষ্ঠাকালীন আহ্বায়ক ছিলেন। শুরু থেকেই আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে জড়িত আহসানুল ইসলাম টিটো। এছাড়া তিনি একজন ব্যবসায়ী। একই সাথে তিনি একটি বীমা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দায়িত্ব পালন করছেন। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ১২.১.২৪ রিহাব)

ভয়েস অফ আমেরিকা

সরকারের সামনে চ্যালেঞ্জ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক : ওবায়দুল কাদের

নতুন সরকারের সামনে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক চ্যালেঞ্জ রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। তিনি বলেন, "এই তিন চ্যালেঞ্জ সামনে রয়েছে। এই তিন খাতে বৈশ্বিক সংকটের প্রভাব থেকে বাংলাদেশকে রক্ষা করা এত সহজ নয়।" শুক্রবার (১২ জানুয়ারি) রাজধানী ঢাকার ধানমন্ডির বঙ্গবন্ধু ভবনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যরা ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানোর আগে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন। ওবায়দুল কাদের বলেন বলেন, "এই সংকট কাটিয়ে আমরা আজ একটি শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠু নির্বাচন করতে সক্ষম হয়েছি। এটা সম্ভব হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জাদুকরী প্রভাবের কারণে।"ওবায়দুল কাদের আরও বলেন, "আমাদের পথে কখনো ফুল আসেনি। জন্ম থেকেই আমাদের কন্টকাকীর্ণ পথ অতিক্রম করতে হয়েছে।"তিনি বলেন, "বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি এবং বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলব। সরকারের মূল লক্ষ্য হচ্ছে দলের নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়ন করা।"

(ভোয়া ওয়েব পেজ: ১২.০১.২০২৪ এলিনা)

৬ জনকে উপদেষ্টা নিয়োগ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের পর ৬ জনকে উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। নতুন করে নিয়োগ পাওয়া উপদেষ্টারা হলেন ড. মসিউর রহমান, ড. গওহর রিজভী, তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, সালমান এফ রহমান, মেজর জেনারেল (অব.) তারিক আহমেদ সিদ্দিক এবং ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী। নিয়োগ পাওয়া উপদেষ্টাদের মধ্যে পাঁচজন আগেও উপদেষ্টা ছিলেন। এবার নতুন করে উপদেষ্টা হয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর সাবেক মুখ্য সচিব কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী। নতুন উপদেষ্টাদের নিয়োগের বিষয়ে বৃহস্পতিবার (১১ জানুয়ারি) রাতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ প্রজ্ঞাপন প্রকাশ করেছে। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, প্রধানমন্ত্রী রুলস অব বিজনেসের ক্ষমতাবলে এসব উপদেষ্টা নিয়োগ দিয়েছেন। উপদেষ্টারা মন্ত্রীর পদমর্যাদা, বেতনভাতা ও আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা পাবেন। তবে, গেজেটে তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়নি। এ ছাড়া অবসরপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ জিয়াউদ্দিনকে মন্ত্রীর পদমর্যাদায় 'অ্যাম্বাসেডর-অ্যাট লার্জ'হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। আগেও তিনি এই পদে ছিলেন। উল্লেখ্য, এর আগে মসিউর রহমান অর্থনৈতিক বিষয়ক, গওহর রিজভী আন্তর্জাতিক সম্পর্কবিষয়ক, তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদবিষয়ক, সালমান এফ রহমান বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ এবং মেজর জেনারেল (অব.) তারিক আহমেদ সিদ্দিক নিরাপত্তা উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

(ভোয়া ওয়েব পেজ: ১২.০১.২০২৪ এলিনা)

নতুন মন্ত্রিসভায় একই মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেয়েছেন যেসব মন্ত্রী–প্রতিমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর নতুন সরকারে ১৯ জন নতুন মুখ নিয়ে ৩৭ সদস্যের মন্ত্রিসভা গঠন করেছেন।বৃহস্পতিবার (১১ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় বঙ্গভবনে মন্ত্রিসভার সদস্য হিসেবে শপথ নেন ৩৬ জন মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী। এর মধ্যে ২৫ জন পূর্ণ

মন্ত্রী এবং ১১ জন প্রতিমন্ত্রী। নতুন মন্ত্রিসভায় বিদায়ী মন্ত্রিসভার ৩০ জন মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী স্থান পাননি। ফলে ২৮ মন্ত্রণালয় ও বিভাগে নতুন মুখ এসেছে। এ ছাড়া, আগের মন্ত্রিসভার কয়েকজনকে নতুন মন্ত্রিসভায় রাখা হলেও কারও কারও মন্ত্রণালয় পরিবর্তন করা হয়েছে। তাদের কয়েকজন আগের মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বেই বহাল রয়েছেন। পূর্ণ মন্ত্রীদের মধ্যে যারা একই মন্ত্রণালয়ে রয়েছেন তারা হলেন—আ ক ম মোজাম্মেল হক (মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়), ওবায়দুল কাদের (সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়), নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন (শিল্প মন্ত্রণালয়), আসাদুজ্জামান খান কামাল (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়), তাজুল ইসলাম (স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়), আনিসুল হক (আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়), সাধন চন্দ্র মজুমদার (খাদ্য মন্ত্রণালয়) এবং ফরিদুল হক খান (ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়)। এ ছাড়া, জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন ও শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান পূর্ণ মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন। তারা আগের মন্ত্রণালয়েরই দায়িত্ব পেয়েছেন। চার প্রতিমন্ত্রী যারা একই মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেয়েছেন তারা হলেন- নসরুল হামিদ (বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়), খালিদ মাহমুদ চৌধুরী (নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়), জুনাইদ আহমেদ পলক (আইসিটি মন্ত্রণালয়) ও জাহিদ ফারুক (পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়)। উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় রয়েছে।
(ভোয়া ওয়েব পেজ: ১২.০১.২০২৪ এলিনা)

সমৃদ্ধির পথে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনা দেশের সমৃদ্ধির পথে যাত্রা অব্যাহত রাখার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। শুক্রবার (১২ জানুয়ারি) মন্ত্রিসভার নতুন সহকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে রাজধানী ঢাকার উপকণ্ঠে জাতীয় স্মৃতিসৌধে মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে স্মৃতিসৌধ প্রাঙ্গণে রাখা দর্শনার্থী বইয়ে সই করার সময় তিনি লেখেন, "আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির পথে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে।"শেখ হাসিনা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত 'সোনার বাংলা' গড়ে তোলার অঙ্গীকারও করেন। তিনি আরও লেখেন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জনগণের ম্যান্ডেটের মাধ্যমে ৭ জানুয়ারির নির্বাচনে জয়ী হয়েছে। তিনি বলেন, এই জয় জনগণ ও গণতন্ত্রেরও জয়। এর আগে বেলা ১১টার দিকে শেখ হাসিনা প্রথমে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধের বেদীতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। পরে নতুন মন্ত্রিসভার সহকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে জাতীয় স্মৃতিসৌধের বেদীতে তিনি আরেকটি পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। পুষ্পস্তবক অর্পণের পর তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারকারী শহীদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন। এ সময় তিন বাহিনীর একটি চৌকস দল রাষ্ট্রীয় সালাম প্রদান করে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর মন্ত্রিসভার নতুন সহকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে শুক্রবার ঢাকার ধানমন্ডিতে বঙ্গবন্ধু ভবনের সামনে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেছেন। শেখ হাসিনা সকাল ৯টা ৫৯ মিনিটে প্রথমে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। পরে মন্ত্রিসভার নতুন সহকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে আরেকটি পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। পুষ্পস্তবক অর্পণের পর তারা স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন। এ সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে তাঁর ছোট বোন শেখ রেহানাও উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, ৭ জানুয়ারি (২০২৪) অনুষ্ঠিত দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ২৯৮টি আসনের মধ্যে ২২২টি আসন পেয়ে নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জনের চার দিন পর পঞ্চমবারের মতো প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন শেখ হাসিনা। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বঙ্গভবনের দরবার হলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর নতুন মন্ত্রীদের শপথ বাক্য পাঠ করান রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। মন্ত্রিপরিষদে ২৫ জন মন্ত্রী এবং ১১ জন প্রতিমন্ত্রী রয়েছেন। (ভোয়া ওয়েব পেজ: ১২.০১.২০২৪ এলিনা)

মত প্রকাশ ও তথ্যের অবাধ স্বাধীনতা থাকবে : মোহাম্মদ এ আরাফাত

বাংলাদেশের তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী হিসেবে নতুন দায়িত্ব পাওয়া মোহাম্মদ এ আরাফাত তাঁর টুইটার অ্যাকাউন্টে বলেছেন, মত প্রকাশের স্বাধীনতার ওপর কোনো বিধিনিষেধ থাকবে না এবং বাংলাদেশ হবে অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। তিনি বলেন, "মত প্রকাশ ও তথ্যের অবাধ স্বাধীনতা থাকবে।"মোহাম্মদ এ আরাফাত বলেন, যারা সাম্প্রদায়িক মানসিকতা নিয়ে রাজনীতি করে তারা নিজেদের জন্য গণতন্ত্র চায়, কিন্তু তারা অন্যদের গণতান্ত্রিক অধিকারে দিতে চায় না। মৌলবাদী ব্যক্তি ও গোষ্ঠীগুলো নিজেদের জন্য মত প্রকাশের স্বাধীনতা চায়, কিন্তু অন্যদের সেই স্বাধীনতা দিতে চায় না। যা সমাজে গণতন্ত্রের অগ্রগতির জন্য একটি গুরুতর সমস্যা তৈরি করে। "মৌলবাদ ও ধর্মান্ধতা গণতন্ত্রবিরোধী।"তিনি বলেন, প্রথমে মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক মানসিকতা পরিত্যাগ করতে হবে, তারপর গণতন্ত্রের সন্ধান করতে হবে। মোহাম্মদ এ আরাফাত একাদশ ও দ্বাদশ জাতীয় সংসদে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে ঢাকা-১৭ আসন থেকে দুবার নির্বাচিত হয়েছেন। ২০২৩ সালের ১৭ জুলাই উপনির্বাচনে তিনি আওয়ামী লীগের টিকিটে বিজয়ী হয়ে একাদশ জাতীয় সংসদের সংসদ সদস্য হন। তিনি আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের সদস্য। তিনি অনেক বছর ধরে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক যোগাযোগ ও বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ নেতা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। মোহাম্মদ এ আরাফাত একাডেমিক, সামাজিক-আইনজীবী ও রাজনীতিক হিসেবে

পরিচিত। তিনি কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশের স্কুল অফ বিজনেসের শিক্ষক। তিনি ঢাকাভিত্তিক অলাভজনক সামাজিক সংগঠন সুচিন্তা ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান। ফাউন্ডেশনটি উদ্যোক্তা উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচনে ব্যাপক প্রচারণামূলক কাজ করেছে। টেক্সাস এঅ্যান্ডএম ইউনিভার্সিটি, প্রাইরি ভিউ এবং ওকলাহোমা স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে অ্যাডভান্সড বিজনেস ডিগ্রি অর্জন করেছেন তিনি। ফেসবুক, টুইটার, ইউটিউবসহ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও তিনি জনপ্রিয় মুখ। (ভোয়া ওয়েব পেজ: ১২.০১.২০২৪ এলিনা)

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৬টি বোমা উদ্ধার

কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থান থেকে ছয়টি দেশীয় বোমা উদ্ধার করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক এম শাহাদাত হোসেন আজাদ জানান, লালন শাহ হলের পকেট গেটে দুটি দেশীয় বোমা পড়ে থাকতে দেখে শিক্ষার্থীরা প্রক্টরিয়াল বডিকে খবর দেয়। খবর পেয়ে পুলিশ ও আনসার সদস্যদের সহায়তায় ঘটনাস্থল থেকে বোমাগুলো উদ্ধার করা হয়। পরে শহীদ জিয়াউর রহমান হলসংলগ্ন এলাকা থেকে একটি, ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদসংলগ্ন এলাকা থেকে দুটি এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল এলাকা থেকে একটিসহ চারটি দেশীয় বোমা উদ্ধার করা হয়। প্রক্টর এম শাহাদাত হোসেন বলেন, দুর্বৃত্তরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভীতি সৃষ্টির জন্য এসব বোমা রেখে থাকতে পারে। এ বিষয়ে জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. শেখ আবদুস সালাম বলেন, "আমরা পুলিশকে জানিয়েছি এবং তারা বিষয়টি খতিয়ে দেখবে।" কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও গণমাধ্যম) পলাশ কান্তি নাথ বলেন, বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এ ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। (ভোয়া ওয়েব পেজ: ১২.০১.২০২৪ এলিনা)

আওয়ামী লীগের নতুন সরকার, কৃষ্ণতম মেকি সরকার : রুহুল কবির রিজভী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগের নতুন সরকারকে একদলীয় ফ্যাসিবাদের বৈশিষ্ট্যযুক্ত কৃষ্ণতম মেকি সরকার বলে অভিহিত করেছেন বিরোধী রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। তিনি বলেন, "ডামি প্রার্থী, ডামি ভোটার, ডামি পোলিং এজেন্ট ও ডামি পর্যবেক্ষকদের নিয়ে অনুষ্ঠিত ডামি নির্বাচনের ডামি ফলাফলের ভিত্তিতে ডামি এমপিদের শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে একদলীয় ফ্যাসিবাদের চিহ্নিত কৃষ্ণতম মেকি সরকারের যাত্রা শুরু হয়েছে।" শুক্রবার (১২ জানুয়ারি) রাজধানী ঢাকার নয়া পল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন। রুহুল কবির রিজভী বলেন, ৭ জানুয়ারির (২০২৪) ডামি নির্বাচন বর্জন করে দেশ ও গণতান্ত্রিক বিশ্বের জনগণ শেখ হাসিনার ফ্যাসিবাদী শাসনকে প্রত্যাখ্যান করেছে। তারা ব্যক্তি, ফলাফল, শপথ, সংসদ ও সরকারসহ ওই নির্বাচনের সঙ্গে জড়িত সব প্রক্রিয়াও প্রত্যাখ্যান করেছে। তিনি বলেন, ভুয়া নির্বাচনের পরপরই এবং একাদশ জাতীয় সংসদের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই শেখ হাসিনা গেজেট জারি করে এবং তড়িঘড়ি করে শপথ নিয়ে নজিরবিহীন গতিতে সরকার গঠন করেন। "এতেই প্রকাশ পেয়েছে, একটি অজানা ভয় তাকে গ্রাস করেছে। বৈধতা, জালিয়াতি ও প্রতারণার মাধ্যমে সিংহাসনকে তাসের ঘরের মতো স্থাপন করা হলে পতনের এমন নিদ্রাহীন অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে যায় জীবন।" রুহুল কবির রিজভী বলেন, নতুন সংসদ ও মন্ত্রিসভা দেশের জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। "জনগণ সব দিক থেকে তা প্রত্যাখ্যান করেছে।" ২০২৩ সালের ২৮ অক্টোবর পুলিশের সঙ্গে সহিংস সংঘর্ষের ঘটনায় বিএনপি নেতারা আত্মগোপনে চলে যাওয়ার পর থেকে ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলন করছিলেন রুহুল কবির রিজভী। বৃহস্পতিবার বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয় খোলার পর শুক্রবার প্রথমবারের মতো সরাসরি সংবাদ সম্মেলন করলেন তিনি। তিনি বলেন, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার, জনগণের ভোটাধিকার ও অন্য গণতান্ত্রিক অধিকার পুনরুদ্ধারের জন্য তাদের দলের নেতা-কর্মীরা আন্দোলন করছেন। ৭ জানুয়ারির (২০২৪) নির্বাচন বর্জন করে জনগণ বিএনপিসহ অন্য বিরোধী দলের আন্দোলনের পক্ষে তাদের সমর্থন প্রকাশ করেছে বলেও দাবি করেন তিনি। রুহুল কবির রিজভী বলেন, ৭ জানুয়ারির নির্বাচনে পরাজিত আওয়ামী লীগ নেতারা এখন ভোট জালিয়াতি, ভোট ডাকাতি ও বিভিন্ন অনিয়মের ঘটনা বর্ণনা করে শেখ হাসিনাকে অবৈধ ভোটের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আখ্যায়িত করছেন। তিনি বলেন, পরাজিত প্রার্থীরা এখন প্রকাশ্যে বলছেন, কত টাকা দিয়ে কাকে নির্বাচনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। থলের বিড়ালটি আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসছে। ক্ষমতাসীন দলের সব অপকর্ম উন্মোচিত হচ্ছে। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ১২.০১.২০২৪ এলিনা)

সবাই নতুন সরকারকে অভিনন্দন জানিয়েছে, সবার সঙ্গে সম্পর্কের উন্নয়ন করা হবে : হাছান মাহমুদ

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে নতুন দায়িত্ব পাওয়া ড. হাছান মাহমুদ বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে টানা চতুর্থবারের মতো গঠিত সরকারকে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইইউসহ সব রাষ্ট্রদূত অভিনন্দন জানিয়েছেন। শুক্রবার (১২ জানুয়ারি) সকালে নতুন মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের সঙ্গে ধানমন্ডির বঙ্গবন্ধু ভবনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে তিনি এ কথা বলেন। হাছান মাহমুদ সাংবাদিকদের বলেন, "দেখুন, গতকাল (বৃহস্পতিবার) বঙ্গভবনে নবনির্বাচিত সরকারের মন্ত্রিপরিষদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত, যুক্তরাজ্যের হাইকমিশনারসহ ইইউ দেশগুলোরসহ প্রায় সব দেশের রাষ্ট্রদূতেরা ছিলেন। অর্থাৎ তারা সবাই বর্তমান সরকারকে অভিনন্দন জানাতে গিয়েছিলেন।" নতুন দায়িত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, "চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা

করার মধ্যে যে পরিতৃপ্তি আছে, সেটি অন্য কিছুতে নেই। তথ্য মন্ত্রণালয় একটি চ্যালেঞ্জ ছিল। আমি আপনাদের সহযোগিতায় সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেছি। বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে ও পৃথিবীতে এখন বিভিন্ন জায়গায় যুদ্ধ চলছে। সেই প্রেক্ষাপটে এটি অবশ্যই চ্যালেঞ্জ।" হাছান মাহমুদ বলেন, "শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা সমস্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে দেশকে এগিয়ে নিয়ে গেছি। প্রধানমন্ত্রী আমাকে আস্থায় রেখে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দিয়েছেন। ইনশাল্লাহ, এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেও আমরা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাব এবং দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করব। পূর্ব-পশ্চিম সবার সঙ্গে সম্পর্কের আরও উন্নয়ন ঘটাব।" তিনি বলেন, "আমাদের পররাষ্ট্র নীতির মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে- 'সবার সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে বৈরিতা নয়।' সেই নীতি নিয়েই আমরা সবার সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলব।"
(ভোয়া ওয়েব পেজ: ১২.০১.২০২৪ এলিনা)

নতুন সরকারের চ্যালেঞ্জ অগ্নিসন্ত্রাসের মূলোৎপাটন করা : হাছান মাহমুদ

এদিকে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহমুদ বলেছেন, আওয়ামী লীগ নতুন সরকার গঠনের পর প্রথম চ্যালেঞ্জ হবে অগ্নিসন্ত্রাস সমূলে উৎপাটন ও স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলা। বুধবার (১০ জানুয়ারি) সকালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে দলীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে তিনি সাংবাদিকদের এ কথা বলেন। তিনি বলেন, "আপনারা জানেন, ৭ জানুয়ারি (২০২৪) বাংলাদেশে অত্যন্ত সুন্দর, অবাধ, নিরপেক্ষ এবং সন্ত্রাসমুক্ত একটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। যেখানে জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণ ছিল। কোনো কোনো নির্বাচনী এলাকায় ৭০ শতাংশের ওপরে মানুষ ভোট দিয়েছে। ৩ দিন ছুটি পাওয়ায় অনেকেই শহর থেকে গ্রামে চলে গিয়েছিল। সে কারণে কিছু বড় শহরে ভোটের হার কিছুটা কম হয়েছে। কিন্তু এরপরও আমাদের ভোট প্রদানের হার ৪২ শতাংশ।" হাছান মাহমুদ বলেন, "যারা ভোট বর্জনের কথা বলেছিল এবং অগ্নিসন্ত্রাস চালিয়ে ভোট বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা করেছিল, সেই বিএনপি-জামায়াতের প্রতি মানুষ বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করেছে। উৎসাহের সঙ্গে ভোট দিয়ে তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছে।" দেশের ইতিহাসে একটি ভালো সুন্দর নির্বাচন হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, "সরকার গঠনের পর আমাদের প্রথম চ্যালেঞ্জ হবে দেশ থেকে অগ্নিসন্ত্রাসকে সমূলে উৎপাটন করা এবং স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলা।"
(ভোয়া ওয়েব পেজ: ১২.০১.২০২৪ এলিনা)

আমি এটাকে নির্বাচন বলি না : শারমিন মুরশিদ

৭ জানুয়ারী ২০২৪-এ হয়ে গেলো দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। নির্বাচনে ৩০০ আসনের ঘোষিত ২৯৮ টির মধ্যে ২২২ টিতে জিতে, দুই তৃতীয়াংশের ওপর সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে টানা চতুর্থবার সরকার গঠন করতে যাচ্ছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ। অংশ নেয়া ২৮ টির মধ্যে ২৪ টি থেকে একজনও না জেতা ও তাদের মধ্যে একজন ছাড়া বাকি সবার জামানত হারানো এ নির্বাচনে জাতীয় পার্টির ১১ ও জাসদ, ওয়ার্কার্স পার্টি ও কল্যান পার্টি থেকে জিতেছেন ১ জন করে। এদের মধ্যে, জাতীয় পার্টির ১১ জনই জয়ী হয়েছেন আওয়ামী লীগের সমর্থন নিয়ে, যেসব জায়গা থেকে আওয়ামী লীগ তাদের প্রার্থী প্রত্যাহার করে নিয়েছিল সেসব নির্বাচনী এলাকায়। জাসদ ও ওয়ার্কার্স পার্টির প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন নৌকা নিয়ে লড়ে, আর কল্যান পার্টিও তার আসনটি জিতেছে আওয়ামী লীগের সমর্থন নিয়ে। বিজয়ী ৬২ জন স্বতন্ত্র প্রার্থীর মধ্যে ৫৮ জনই আওয়ামী লীগের নেতা। ফলে এ নির্বাচন শেষে দেশে একটি একদলীয় "গণতন্ত্রের" উত্থান হবার আশংকা দেখা দিয়েছে। বিএনপিসহ ৬৩টি রাজনৈতিক দলের বর্জন করা এ নির্বাচনে নির্বাচন কমিশনের দেয়া দেয়া তথ্য মতে ভোটার উপস্থিতি ছিল ৪১ দশমিক ৮ শতাংশ। অফিসিয়াল এই ফিগার-এর বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে দেশে বিদেশে প্রশ্ন উঠেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, ১৯৭৫ এর পর এটিই বাংলাদেশে হওয়া সবচেয়ে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন যদিও বিএনপি সহ, দেশি বিদেশী অনেকেই এই নির্বাচনকে "ডামি নির্বাচন " বলে দাবি করেছেন। কেমন হলো এবারের নির্বাচন? কেমন ছিল এতে প্রশাসন, আইন শৃঙ্খলা বাহিনী, নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা? এ নিয়ে ভয়েস অফ আমেরিকার পক্ষ থেকে আমরা কথা বলেছি নির্বাচনে জয়ী, পরাজিত, বর্জনকারী, সব পক্ষের রাজনীতিবিদদের সাথে। কথা বলেছি সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সাথেও। নির্বাচনে মিডিয়ার ভূমিকাকে তারা কিভাবে দেখছেন? কিভাবে নিচ্ছেন নির্বাচনের ব্যাপারে দেয়া যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলারের প্রতিক্রিয়া? এসব নিয়েও আমরা কথা বলেছি তাদের সাথে।
এই সাক্ষাৎকারটি পাঠিয়েছেন খালিদ হোসেন।
সাক্ষাৎকার: শারমিন মুরশিদ, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ব্রতী
ভয়েস অফ আমেরিকা : ভোট কতটা অবাধ, সুষ্ঠু, অংশগ্রহণমূলক ও শান্তিপূর্ণ হলো? এই চারটি ক্রাইটেরিয়াতে ১ থেকে ১০ স্কেলে এই নির্বাচনকে আপনি কত দেবেন?
শারমিন মুরশিদ : এই প্রশ্নটা এবারকার নির্বাচনে প্রাসংগিক নয়। দ্বিতীয়ত নির্বাচনের যে গ্রামার আছে সেই গ্রামারের ভেতরে...নির্বাচনের ভোটিং বা এক্সারসাইস সেটা নির্বাচনী গ্রামারের ভেতর পরেনি। কারণ নির্বাচনী গ্রামার যেটা হয় আর গত পরশু যেটা ঘটেছে সেটা নির্বাচন নয় সেটি হচ্ছে এন এক্সারসাইজ ইন কাস্টিং ভোট। একটি নির্বাচনের যে প্যারামিটারস গুলো রয়েছে...একটি প্যারামিটারের কথা বলি; সেটি হলো অবাধ অংশগ্রহণ, মানে রাজনৈতিক দলগুলোর অবাধ অংশগ্রহণ। যেহেতু রাজনৈতিক দলগুলোর অবাধ অংশগ্রহণ হয়নি সেহেতু নির্বাচনের ভোট কেবল একটি দলকে

কেন্দ্র করে ঘটেছে। তাই সেটাকে অংশগ্রহণমূলক ভাবে নির্বাচন বলা যাবেনা। এবং সেটা যদি অবাধ বা তথাকথিত নিরপেক্ষ হয়েও থাকে তাহলেও এই নিরপেক্ষতাও অর্থহীন। কারণ নিরপেক্ষহীন শব্দটা আমরা ব্যবহার করি যখন একাধিক স্টেক হোল্ডার বা বিপরীত শক্তি যখন থাকে তখন একটা অবস্থানকে বলা যেতে পারে নিরপেক্ষ। তাই এখানে নিরপেক্ষ প্রশ্নটা অবান্তর। কারণ এটি একটি পক্ষের প্রতি ভোট।

ভয়েস অফ আমেরিকা : এবারের নির্বাচনে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর ভূমিকাতে কি আপনি সন্তুষ্ট? ১ থেকে ১০ স্কেলে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কত পাবে?

শারমিন মুরশিদ : সিকিউরিটির ব্যাপারে আমি ইলেকশন কমিশনকে ভালো একটি পয়েন্ট দিতে রাজি। ৬ পয়েন্ট। কারণ সিক্স ইজ ভেরি গুড। যেখানে আমরা নির্বাচন কমিশনকে তুলোধনা করে ছেড়ে দেই । তবে নির্বাচন কমিশন এবার কতগুলো সুব্যবস্থা নিতে পেরেছে। তার মধ্যে একটি যেটা আমাদের নজরে এসেছে এবং তারা আগে কখনো করেনি সেটি হলো প্রতিটি কনষ্টিটুয়েন্সিতে তারা কমিটি রেখেছে। সেটা আমাদের মনে হয়েছে তদারকি করার জন্য যথেষ্ট একটা ভালো চেষ্টা। নির্বাচন কমিশন ক্যান্ডিডেট কেন্সেল করেছে, প্রার্থীতা থেকে বাতিল করে দিয়েছে। এটা কোনোদিন কোনো নির্বাচন কমিশন করেনি। এই কমিশন সেটি করেছে। এটা দ্বিতীয় পজেটিভ একশন। হয়ত অন্যায় করেছে ৫০ জন আর শাস্তি দিয়েছে একজনকে কিন্তু, এরপরেও আমি পজেটিভ কারণ এর আগে কোনো কমিশন এরকম স্টেপ নিতে পারেনি। সাতটি কেন্দ্র তারা আবার বন্ধ করে দিয়েছে এতে যে নির্বাচনের উপর কোন প্রভাব পড়ছে তা নয় কিন্তু প্রমাণ করে দিল নির্বাচন কমিশন যে সাতটি কেন্দ্রে যে অরাজকতা হয়েছে যদিও আমরা চোখ বন্ধ করে বলে দিতে পারি যে সত্তর টা কেন্দ্রে এমন ঘটেছে তবে এই স্টাডি টা তো হয়নি। সেক্ষেত্রে আমি বলব প্রস্তুতি পর্যায়ে নির্বাচন কমিশনকে আমি খুব লো মার্ক্স দিয়েছিলাম, কিন্তু ভোটের দিন নির্বাচন কমিশন স্ট্রং থাকার চেষ্টা করেছে। এবং সে কিছু কিছু দুষ্টু গরুকে নিয়ন্ত্রন করার চেষ্টা করেছে তাই তাদের আমি আমি ৬ দিব।

ভয়েস অফ আমেরিকা : প্রশাসন কতটা নিরপেক্ষভাবে কাজ করেছে? ১ থেকে ১০ এর মধ্যে প্রশাসনের ভূমিকাকে কত দিতে চান আপনি?

শারমিন মুরশিদ : আবার বলছি যে এখানে নিরপেক্ষতার কোনো প্রশ্ন নেই। এখানে নিরপেক্ষ প্রশ্ন টা তখনি দাড়ায় যখন বহুমুখী পক্ষ থাকে। যেখানে বহুমুখী পক্ষ নেই সেখানে নিরপেক্ষতা কিভাবে থাকে আমি জানিনা। তবে একটা সূক্ষ নিরপেক্ষতা আছে। নৌকা পক্ষ যাদেরকে নমিশন দিয়েছে। ধরে নিতে পারি আমরা যে নৌকা পক্ষ চেয়েছে এনার্জিটা আসুক। আর নৌকা পক্ষের যারা স্বতন্ত্রে দাড়িয়েছে তারা জিতে আসতেও পারে আবার নাও আসতে পারে। সেটা নিয়ে নৌকা পক্ষের কোনো মাথাব্যথা নেই। সেক্ষেত্রে বলা যেতে পারে এই পক্ষ আর সেই পক্ষ। বাট সবই নৌকা পক্ষ।

ভয়েস অফ আমেরিকা : আসলে কত পার্সেন্ট ভোট পড়েছে বলে মনে করেন? আপনার এলাকায় কত পার্সেন্ট আসল আর কত পার্সেন্ট জাল ভোট পড়েছে বলে মনে হয়? নাকি এবারে জাল ভোট পড়েনি?

শারমিন মুরশিদ : এর কোনো তথ্য আমার কাছে নেই। তবে মিডিয়া যে কয়টা ঘটনা সামনে এনেছে সেটাকে যাচাই করে একটা সিদ্ধান্তে আসতে একটু সময় লাগবে।

ভয়েস অফ আমেরিকা : নির্বাচনে দেশীয় মিডিয়ার ভূমিকাকে ১ থেকে ১০ স্কেলে কত দেবেন? সঠিক তথ্যের জন্য আপনি কাদের ওপর নির্ভর করেছেন? ক্রমানুসারে বলুন নির্বাচন কমিশন, দেশি টিভি চ্যানেল, দেশি পত্রিকা, বিদেশী গণমাধ্যম, সোশ্যাল মিডিয়া।

শারমিন মুরশিদ : মিডিয়া কিছু কাভার করার চেষ্টা করেছে। মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা কিছু তথ্য পেয়েছি। সেদিক থেকে দেখতে গেলে মিডিয়া কিছু তথ্য উন্মোচিত করেছে। সেই চেষ্টাটাকে আমি পজেটিভই বলব। মিডিয়ার ক্ষেত্রে আমি বলব, ৪ দিতে চাই। তবে কিছু কিছু মিডিয়া খুব চেষ্টা করেছে একটি সিনসিয়ার এফোর্ট দিয়েছে তথ্যগুলো সামনে আনার। এবং বিশ্লেষণমুখী তথ্য মানুষের সামনে আনার। আমরা ইলেকশন কমিশন, পত্রিকা, টেলিভিশন,সোশ্যাল মিডিয়া সবকিছুই ফলো করেছি। ইলেকশন কমিশন এবং মিডিয়ার কারণে এদেশের মানুষ মোটামুটি ভালো একটা অনুমান পেয়েছেন নির্বাচনী প্রক্রিয়ার।

ভয়েস অফ আমেরিকা : ভোট বর্জনের ডাক কতটা সফল? ১ থেকে ১০ স্কেলে কত পাবে?

শারমিন মুরশিদ : এই যে রাজনৈতিক দল যার ৩৫ টু ৪৫% ইলেক্টরেট সাপোর্ট আছে। সে ৩৫% ও পেতে পারে আবার ৪০% ও পেতে পারে। আবার মানুষ যদি ভয় পায় যেতে তাহলে কমও পেতে পারে। তাই যেটুকু ভোট পড়েছে সেটুকু কিন্তু একটি গ্রামারের ভেতরে পড়ে। এর বাইরে যারা ভোট দেয়নি তারা ভোট বর্জনের বিষয়টি সফল করেছে। আর যারা ভোট দিয়েছে তারা বর্জনের ডাকটা উপেক্ষা করেছে। যেহেতু ইলেকশন কমিশন বলেছে ৪১% পড়েছে সেটার মানে ৫৯% মানুষ ভোট দিতে আসেনি। সেক্ষেত্রে আপনার প্রশ্নটা আংশিকভাবে সত্য। কারণ কেন ভোট দিতে আসেনি তারা কি ভোট বর্জনের ডাকে সাড়া দিয়ে ভোট দিতে আসেনি সেটা আমি জানিনা। উচিত হবে মানুষজনকে সেটা জিজ্ঞেস করা।

ভয়েস অফ আমেরিকা : নির্বাচন ও নির্বাচনোত্তর সহিংসতা আর নির্বাচন বর্জন কেন্দ্রিক সহিংসতার মধ্যে কোনটি বেশি হয়েছে?

শারমিন মুরশিদ : এই প্রশ্নের উত্তর জানা নেই।

ভয়েস অফ আমেরিকা : এ নির্বাচনের ফলে দেশের বিরাজমান রাজনৈতিক সংকট কাটার সম্ভাবনা কতটুকু? ১ থেকে ১০ স্কেলে কত?

শারমিন মুরশিদ : এটা নির্বাচন নয়। এটি একটি ভোট দেয়ার এক্সারসাইস। এটার একটা রাজনৈতিক প্রভাব আগামী দিনের রাজনীতিতে পড়বে। রাজনৈতিক সংকট কাটার সম্ভাবনা খুবই কম। বরঞ্চ যেটা হবে যারা দেশ পরিচালনা করবেন তাদেরকে গভীরভাবে দেখতে হবে তারা কী পলিসি নিলে দেশের এই সংকটতা দুর হবে।

ভয়েস অফ আমেরিকা : যুক্তরাষ্ট্র মনে করে ৭ জানুয়ারীতে হওয়া বাংলাদেশের নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়নি। এ বিষয়ে পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার একটি বিবৃতি দিয়েছেন। আপনার মন্তব্য জানতে চাই।

শারমিন মুরশিদ : আমি এটাকে নির্বাচন বলিনা। এটা একটা একটি দলের ভেতরের নির্বাচন। একটি দলের ভেতরের শক্তি যাচাইয়ের নির্বাচন। এটা অবাধ নয়। মোটোকথা এটা যাচাই করার কোনো সুযোগ নেই।

(ভোয়া ওয়েব পেজ : ১৩.০১.২০২৪ এলিনা)

আমি মনে করি না মোর দ্যান টু পার্সেন্ট ভোট পড়েছে : সানজিদা ইসলাম

৭ জানুয়ারী ২০২৪-এ হয়ে গেলো দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। নির্বাচনে ৩০০ আসনের ঘোষিত ২৯৮ টির মধ্যে ২২২ টিতে জিতে, দুই তৃতীয়াংশের ওপর সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে টানা চতুর্থবার সরকার গঠন করতে যাচ্ছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ। অংশ নেয়া ২৮ টির মধ্যে ২৪ টি থেকে একজনও না জেতা ও তাদের মধ্যে একজন ছাড়া বাকি সবার জামানত হারানো এ নির্বাচনে জাতীয় পার্টির ১১ ও জাসদ, ওয়ার্কার্স পার্টি ও কল্যান পার্টি থেকে জিতেছেন ১ জন করে। এদের মধ্যে, জাতীয় পার্টির ১১ জনই জয়ী হয়েছেন আওয়ামী লীগের সমর্থন নিয়ে, যেসব জায়গা থেকে আওয়ামী লীগ তাদের প্রার্থী প্রত্যাহার করে নিয়েছিল সেসব নির্বাচনী এলাকায়। জাসদ ও ওয়ার্কার্স পার্টির প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন নৌকা নিয়ে লড়ে, আর কল্যান পার্টিও তার আসনটি জিতেছে আওয়ামী লীগের সমর্থন নিয়ে। বিজয়ী ৬২ জন স্বতন্ত্র প্রার্থীর মধ্যে ৫৮ জনই আওয়ামী লীগের নেতা। ফলে এ নির্বাচন শেষে দেশে একটি একদলীয় "গণতন্ত্রের" উত্থান হবার আশংকা দেখা দিয়েছে। বিএনপিসহ ৬৩টি রাজনৈতিক দলের বর্জন করা এ নির্বাচনে নির্বাচন কমিশনের দেয়া দেয়া তথ্য মতে ভোটার উপস্থিতি ছিল ৪১ দশমিক ৮ শতাংশ। অফিসিয়াল এই ফিগার-এর বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে দেশে বিদেশে প্রশ্ন উঠেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, ১৯৭৫ এর পর এটিই বাংলাদেশে হওয়া সবচেয়ে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন যদিও বিএনপি সহ, দেশি বিদেশী অনেকেই এই নির্বাচনকে "ডামি নির্বাচন " বলে দাবি করেছেন। কেমন হলো এবারের নির্বাচন? কেমন ছিল এতে প্রশাসন, আইন শৃঙ্খলা বাহিনী, নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা? এ নিয়ে ভয়েস অফ আমেরিকার পক্ষ থেকে আমরা কথা বলেছি নির্বাচনে জয়ী, পরাজিত, বর্জনকারী, সব পক্ষের রাজনীতিবিদদের সাথে। কথা বলেছি সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সাথেও। নির্বাচনে মিডিয়ার ভূমিকাকে তারা কিভাবে দেখছেন? কিভাবে নিচ্ছেন নির্বাচনের ব্যাপারে দেয়া যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলারের প্রতিক্রিয়া? এসব নিয়েও আমরা কথা বলেছি তাদের সাথে।

এই সাক্ষাৎকারটি পাঠিয়েছেন খালিদ হোসেন।

সাক্ষাৎকার : সানজিদা ইসলাম, সমন্বয়কারী, মায়ের ডাক

ভয়েস অফ আমেরিকা : ভোট কতটা অবাধ, সুষ্ঠু, অংশগ্রহণমূলক ও শান্তিপূর্ণ হলো? এই চারটি ক্রাইটেরিয়াতে ১ থেকে ১০ স্কেলে এই নির্বাচনকে আপনি কত দেবেন?

সানজিদা ইসলাম : আসলে ভোটটা গণতান্ত্রিক উপায়ে হয়নি। যখন কোন সিস্টেমেই পড়ে না এটাকে আপনি রেটিং করবেন কিভাবে? এটা সিলেকশন হয়েছে।

ভয়েস অফ আমেরিকা : এবারের নির্বাচনে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর ভূমিকাতে কি আপনি সন্তুষ্ট? ১ থেকে ১০ স্কেলে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কত পাবে?

সানজিদা ইসলাম : আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে সরকার যে পর্যায়ে ব্যবহার করে, আপনারা জানেন আমরা ভিকটিমস আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কারণে। এই ক্ষেত্রেই তাদের ইউজ করা হয়। খুবই খারাপ বলবো এটাকে আমি। তাদের আসল দায়িত্ব আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বজায় রাখা, ভোট সুষ্ঠু হচ্ছে কিনা, মানুষ আসলে ভোট দিতে গেছে কিনা সেটা দেখা, যেটা তারা করেনি।

ভয়েস অফ আমেরিকা : প্রশাসন কতটা নিরপেক্ষভাবে কাজ করেছে? ১ থেকে ১০ এর মধ্যে প্রশাসনের ভূমিকাকে কত দিতে চান আপনি?

সানজিদা ইসলাম : প্রশাসন কোনোভাবেই কোথাও বিন্দুমাত্র নিরপেক্ষভাবে কাজ করেনি।

ভয়েস অফ আমেরিকা : আসলে কত পার্সেন্ট ভোট পড়েছে বলে মনে করেন? আপনার এলাকায় কত পার্সেন্ট আসল আর কত পার্সেন্ট জাল ভোট পড়েছে বলে মনে হয়? নাকি এবারে জাল ভোট পড়েনি?

সানজিদা ইসলাম : আমাদের এলাকায় আমরা দেখেছি ঢাকা -১২ আসনে ভোটের শুরুর দুই ঘন্টা পর্যন্ত দশটা ভোট পড়েছিল ব্যালট বক্সে। এটা হচ্ছে এখনকার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এলাকা। ভোট কেন্দ্রের ভিতরে যারা এজেন্ট ছিল তারা সবাই আওয়ামী লীগের লোক। আর সামনে যারা দাঁড়ানো ছিল তারা আওয়ামী লীগের পোস্টেড লোক। এর বাইরে কিছু

মানুষ এক দেড়শ মানুষ ছিল। কোন এলাকাবাসী,সাধারণ মানুষ ভোট দিতে যায়নি আমাদের এলাকায়। আমি মনে করি না মোর দ্যান টু পার্সেন্ট ভোট পড়েছে। যেহেতু কেউ ভোট দিতে যাইনি আমি রাস্তাঘাটে সাধারণ মানুষ দেখিনি। এটাকে রিয়েল ভোটকাস্ট বলে না।

ভয়েস অফ আমেরিকা : নির্বাচনে দেশীয় মিডিয়ার ভূমিকাকে ১ থেকে ১০ স্কেলে কত দেবেন? সঠিক তথ্যের জন্য আপনি কাদের ওপর নির্ভর করেছেন? ক্রমানুসারে বলুন নির্বাচন কমিশন, দেশি টিভি চ্যানেল, দেশি পত্রিকা, বিদেশী গণমাধ্যম, সোশ্যাল মিডিয়া।

সানজিদা ইসলাম : বিশেষকরে বিদেশি মিডিয়া আর দেশি মিডিয়া কিছু, যারা ক্লিয়ার ভিসিবিলিটি দিয়েছে এবং যার জন্য তাদের অনেক কিছু ফেস করতে হচ্ছে। যেমন যমুনা টেলিভিশনের ফেস করতে হয়েছে অনেক কিছু। এমন হয়েছে যে মিডিয়া খালি ভোটকেন্দ্র দেখাতে পারবেনা এটা দেখালে তাদের চ্যানেলটা বন্ধ হয়ে যাবে। এই জিনিসগুলো আমাদের কাছে খুব ক্লিয়ার। সোশ্যাল মিডিয়া, অবশ্যই সোশ্যাল মিডিয়া। দেশি-বিদেশি মিডিয়া। তাদের লাইভে আমরা দেখতে পেয়েছি কোথায় কত মানুষ গিয়েছে। নির্বাচন কমিশনকে ডেফিনেটলি উই ডোন্ট কন্সিডার। যে কমিশন এমন একটা ইলেকশন দিতে পারে, ম্যান্ডেট দিতে পারেনা । এটাকে আসলে নির্বাচন কমিশন বলা যাবে না। নির্বাচন কমিশন বেলা তিনটার সময় বলতেছে ২৭% চারটার মধ্যে এটা হয়ে গেছে ফোরটি পার্সেন্ট। ওরা কি খায়, কি দেখে, ওরাই বোঝে!

ভয়েস অফ আমেরিকা : ভোট বর্জনের ডাক কতটা সফল? ১ থেকে ১০ স্কেলে কত পাবে?

সানজিদা ইসলাম : আমার মনে হয় ভোটের দিন পর্যন্ত সফল করেছে দেশের সাধারণ মানুষ। অবশ্যই এদের সঙ্গে যারা ডাক দিয়েছেন তারা তো আছেনই। এটা দেশের মানুষের রিফ্লেকশন ।তারাই ভোট বর্জন করেছে। পুরোপুরি সফল হয়েছে। সরকারের বোঝা উচিত তাদের পেছনে যে দেশের মানুষ নেই সেজন্য তাদের ২.২৫ পার্সেন্ট ভোট কাস্ট করা ডিফিকাল্ট। তারা একলাই সরকার।

ভয়েস অফ আমেরিকা : নির্বাচন ও নির্বাচনোত্তর সহিংসতা আর নির্বাচন বর্জন কেন্দ্রিক সহিংসতার মধ্যে কোনটি বেশি হয়েছে?

সানজিদা ইসলাম : নির্বাচনের আগে বলেন, নির্বাচনের সময় বলেন নির্বাচনের পরে এখনো সবসময়ই সহিংসতা হচ্ছে। ধরপাকড় হচ্ছে। নির্বাচনের দিনে দেখতে পেয়েছেন কত সেন্টারে আগুন ভোট বন্ধ হয়ে গেছে। ঈগল নৌকা বা নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব হচ্ছে।

ভয়েস অফ আমেরিকা : এ নির্বাচনের ফলে দেশের বিরাজমান রাজনৈতিক সংকট কাটার সম্ভাবনা কতটুকু? ১ থেকে ১০ স্কেলে কত ?

সানজিদা ইসলাম : সংকট আরো প্রগাঢ় হচ্ছে। আমার কাছে মনে হয় কোনভাবেই সংকট নিরসনের রাস্তাই নেই। আর তাদের চিন্তায় কাজে কোন ভাবেই রিফ্লেকশন পাওয়া যাচ্ছে না। চরমপন্থী ভাবে একতরফা স্বৈরাচারীভাবে ফ্যাসিস্ট রেজিম যেভাবে বিরোধী মত দমনের জন্য তারা যেভাবে করছে এতে আরো সংকটে পড়ে গেছে।

ভয়েস অফ আমেরিকা : আপনি কি মনে করেন এই রাজনৈতিক সংকট নিরসনে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মধ্যে সংলাপে বসা দরকার?

সানজিদা ইসলাম : সংলাপে বসা দরকার সব পলিটিক্যাল পার্টির সাথে। কারণ দেশটা সবার। অবশ্যই সরকারের একটা কনভারসেশনে আসা উচিত, জানা উচিত মানুষ কি চায়, রাজনৈতিক দল গুলো কি চায়। এইটা ছাড়া কোন ইলেকশনে যাওয়া উচিত না।

ভয়েস অফ আমেরিকা : দুইদলের মধ্যে সংলাপ হলে একটি সমাধানে আসার সম্ভাবনা কতটুকু? ১ থেকে ১০ স্কেলে?

সানজিদা ইসলাম : এটা হচ্ছে ইনটেনশনের উপর নির্ভর করে। আপনি যদি এখনকার সরকারের মানসিকতা দেখেন যে শুধুমাত্র তারাই থাকবে দেশে, তারাই ইলেকশন করবে, তারাই পাশ করবে, তারাই সরকার গঠন করবে। এই রকম মানসিকতা নিয়ে বসে থাকলে আসলে আমার মনে হয় না খুব একটা কাজ হবে। সংলাপে বসলে ডেফিনিটিলি জানা যেত দুই পক্ষের কথাটা কী আছে। দুই পক্ষই কি চাচ্ছে। যেহেতু সরকারের ওই জায়গাটা নেই যে একটা প্রোপার ইলেকশন ফেস করার মত। সেখানে আমার কাছে মনে হয় না ফ্রুটফুল কিছু হবে এই সরকার কোন কনভার্সেশনে গেলে।

ভয়েস অফ আমেরিকা : আন্দোলনের মাধ্যমে বিরোধীদল কি নতুন সংসদ ভাঙতে সরকারকে বাধ্য করতে পারবে? ১ থেকে ১০ স্কেলে কতটুকু চান্স দেখেন?

সানজিদা ইসলাম : ইলেকশনের দিন পর্যন্ত দেখলাম পাবলিক ভোট বর্জন করল। যখন এটাও সম্ভব হয়েছে । তখন সরকার যে থাকবে না এটাও সম্ভব হবে ইনশাল্লাহ ।

ভয়েস অফ আমেরিকা : যুক্তরাষ্ট্র মনে করে ৭ জানুয়ারীতে হওয়া বাংলাদেশের নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়নি। এ বিষয়ে পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার একটি বিবৃতি দিয়েছেন। আপনার মন্তব্য জানতে চাই।

সানজিদা ইসলাম : শুধু যুক্তরাষ্ট্র নয়, যুক্তরাজ্য জাতিসংঘ থেকেও একটা বিবৃতি দেয়া হয়েছে। সবাই দিয়েছে। বাংলাদেশের সাথে যাদের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক জরুরি। বাংলাদেশি পাবলিক হিসেবে বলতে চাই অফকোর্স হয়নি।

(ভোয়া ওয়েব পেজ : ১৩.০১.২০২৪ এলিনা)

এই নির্বাচনের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে : বদিউল আলম মজুমদার

৭ জানুয়ারী ২০২৪-এ হয়ে গেলো দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। নির্বাচনে ৩০০ আসনের ঘোষিত ২৯৮ টির মধ্যে ২২২ টিতে জিতে, দুই তৃতীয়াংশের ওপর সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে টানা চতুর্থবার সরকার গঠন করতে যাচ্ছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ। অংশ নেয়া ২৮ টির মধ্যে ২৪ টি থেকে একজনও না জেতা ও তাদের মধ্যে একজন ছাড়া বাকি সবার জামানত হারানো এ নির্বাচনে জাতীয় পার্টির ১১ ও জাসদ, ওয়ার্কার্স পার্টি ও কল্যান পার্টি থেকে জিতেছেন ১ জন করে। এদের মধ্যে, জাতীয় পার্টির ১১ জনই জয়ী হয়েছেন আওয়ামী লীগের সমর্থন নিয়ে, যেসব জায়গা থেকে আওয়ামী লীগ তাদের প্রার্থী প্রত্যাহার করে নিয়েছিল সেসব নির্বাচনী এলাকায়। জাসদ ও ওয়ার্কার্স পার্টির প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন নৌকা নিয়ে লড়ে, আর কল্যান পার্টিও তার আসনটি জিতেছে আওয়ামী লীগের সমর্থন নিয়ে। বিজয়ী ৬২ জন স্বতন্ত্র প্রার্থীর মধ্যে ৫৮ জনই আওয়ামী লীগের নেতা। ফলে এ নির্বাচন শেষে দেশে একটি একদলীয় "গণতন্ত্রের" উত্থান হবার আশংকা দেখা দিয়েছে। বিএনপিসহ ৬৩টি রাজনৈতিক দলের বর্জন করা এ নির্বাচনে নির্বাচন কমিশনের দেয়া দেয়া তথ্য মতে ভোটার উপস্থিতি ছিল ৪১ দশমিক ৮ শতাংশ। অফিসিয়াল এই ফিগার-এর বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে দেশে বিদেশে প্রশ্ন উঠেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, ১৯৭৫ এর পর এটিই বাংলাদেশে হওয়া সবচেয়ে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন যদিও বিএনপি সহ, দেশি বিদেশী অনেকেই এই নির্বাচনকে "ডামি নির্বাচন " বলে দাবি করেছেন। কেমন হলো এবারের নির্বাচন? কেমন ছিল এতে প্রশাসন, আইন শৃঙ্খলা বাহিনী, নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা? এ নিয়ে ভয়েস অফ আমেরিকার পক্ষ থেকে আমরা কথা বলেছি নির্বাচনে জয়ী, পরাজিত, বর্জনকারী, সব পক্ষের রাজনীতিবিদদের সাথে। কথা বলেছি সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সাথেও। নির্বাচনে মিডিয়ার ভূমিকাকে তারা কিভাবে দেখছেন? কিভাবে নিচ্ছেন নির্বাচনের ব্যাপারে দেয়া যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলারের প্রতিক্রিয়া? এসব নিয়েও আমরা কথা বলেছি তাদের সাথে।

এই সাক্ষাৎকারটি পাঠিয়েছেন আদিত্য রিমন।

সাক্ষাৎকার : বদিউল আলম মজুমদার, সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) সম্পাদক

ভয়েস অফ আমেরিকা : ভোট কতটা অবাধ, সুষ্ঠু, অংশগ্রহণমূলক ও শান্তিপূর্ণ হলো? এই চারটি ক্রাইটেরিয়াতে ১ থেকে ১০ স্কেলে এই নির্বাচনকে আপনি কত দেবেন?

বদিউল আলম মজুমদার : আওয়ামী লীগের হেরে যাওয়া প্রার্থীরা, তাদের শরিক জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জিএম কাদের, তৈমুল আলম খন্দকার সবাই নির্বাচন নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করেছে। এখন তারাই যদি নির্বাচন নিয়ে নীতিবাচক কথা বলে এবং প্রশ্ন তোলে, তাহলে নির্বাচন প্রশ্নবিদ্ধ হওয়াই স্বাভাবিক। আবার প্রধান বিরোধী দল অংশ না নেওয়ার কারণে নির্বাচন হয়েছে একতরফা । নির্বাচন কেন? বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য নির্বাচনে বহু মত, নীতি-আদর্শ ও বহু দল থাকবে। তাহলে নির্বাচন গ্রহণযোগ্য হয়। তার কোনটাই এই নির্বাচনে ছিলো না।

ভয়েস অফ আমেরিকা : এবারের নির্বাচনে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর ভূমিকাতে কি আপনি সন্তুষ্ট? ১ থেকে ১০ স্কেলে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কত পাবে?

বদিউল আলম মজুমদার : এবারের নির্বাচনে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ভূমিকা ভিন্ন ছিলো। কারণ এবার তো নিজেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিলো, যদি বিরোধী দল থাকতো তাহলে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ভূমিকা বোঝা যেতো। তাদের ভূমিকা দেখা গিয়েছিলো ২০১৮ সালের নির্বাচনে। তারা তখন বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের এলাকায় থাকতে দেয় নাই। এবার নির্বাচনে নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতার কারণে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ভূমিকা ছিলো সহনশীল পর্যায়ে। কারণ তারা যে পক্ষের, নির্বাচন ছিলো সেই পক্ষেরই। যার কারণে তারা এবার পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করার সুযোগ পায়নি।

ভয়েস অফ আমেরিকা : প্রশাসন কতটা নিরপেক্ষভাবে কাজ করেছে? ১ থেকে ১০ এর মধ্যে প্রশাসনের ভূমিকাকে কত দিতে চান আপনি?

বদিউল আলম মজুমদার : যারা নির্বাচনে হেরে গিয়েছি তারা তো প্রশাসনের বিরুদ্ধে আঙুল তুলেছে। তাদের দাবি হচ্ছে, নির্বাচনে প্রশাসন বিভিন্ন অনিয়ম করে তাদেরকে হারিয়ে দিয়েছে। প্রার্থীরা সরাসরিভাবে প্রশাসনের ভূমিকা দেখেছে এবং অনুভব করেছে। সুতরাং তারাই প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে।

ভয়েস অফ আমেরিকা : আসলে কত পার্সেন্ট ভোট পড়েছে বলে মনে করেন? আপনার এলাকায় কত পার্সেন্ট আসল আর কত পার্সেন্ট জাল ভোট পড়েছে বলে মনে হয়? নাকি এবারে জাল ভোট পড়েনি?

বদিউল আলম মজুমদার : মিডিয়ায় ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আমরা বহু জাল ভোট ও অনিয়মের ভিডিও-ছবি দেখেছি। জাল ভোট হয়েছে, কিন্তু কতটুকু হয়েছে বলতে পারবো না। তবে, উল্লেখযোগ্যভাবে জাল ভোট ও নির্বাচনে অনিয়ম ঘটেছে।

ভয়েস অফ আমেরিকা : নির্বাচনে দেশীয় মিডিয়ার ভূমিকাকে ১ থেকে ১০ স্কেলে কত দেবেন? সঠিক তথ্যের জন্য আপনি কাদের ওপর নির্ভর করেছেন? ক্রমানুসারে বলুন নির্বাচন কমিশন, দেশি টিভি চ্যানেল, দেশি পত্রিকা, বিদেশী গণমাধ্যম, সোশ্যাল মিডিয়া।

বদিউল আলম মজুমদার : মিডিয়া তো ওয়াচ্ ডগের ভূমিকা পালন করা কথা। কিন্তু দুর্ভাগ্য রাজনৈতিক পরিস্থিতি, মিডিয়া মালিকানা এবং বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণমূলক আইনের কারণে মিডিয়া স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারছে না। ওয়াচ্ ডগের পরিবর্তনে তারা ডার্ক ডগের ভূমিকা পালন করছে।

ভয়েস অফ আমেরিকা : ভোট বর্জনের ডাক কতটা সফল? ১ থেকে ১০ স্কেলে কত পাবে?

বদিউল আলম মজুমদার : ক্ষমতাসীনরা নির্বাচনকে গণভোটে পরিণত করেছে। তারা বলেছে-নির্বাচনে কত ভোট পড়ে তার ওপর তাদের সফলতা। তাদের সমর্থন ফুটে উঠবে। কিন্তু নির্বাচন কমিশনের চরমভাবে বিতর্কিত তথ্যও যদি ধরে নেওয়া হয় ৪০-৪২ শতাংশ মানুষ ভোট দিয়েছে, তার মানে হচ্ছে এখানে সংখ্যাগরিষ্ট জনগের সমর্থন আসেনি। সুতরাং এই নির্বাচনের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।

ভয়েস অফ আমেরিকা : এ নির্বাচনের ফলে দেশের বিরাজমান রাজনৈতিক সংকট কাটার সম্ভাবনা কতটুকু? ১ থেকে ১০ স্কেলে কত?

বদিউল আলম মজুমদার : এই নির্বাচনে রাজনৈতিক সংকট তো কাটবে না। বরং আরও বাড়বে। তবে, সরকার যদি আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা, প্রতিযোগিতা মূলক নির্বাচন, সুশাসন ও দুর্নীতি বন্ধের উদ্যোগ নেয়, তাহলে আমরা ভালো দিকে যাবো।

ভয়েস অফ আমেরিকা : আপনি কি মনে করেন এই রাজনৈতিক সংকট নিরসনে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির সংলাপে বসা দরকার?

বদিউল আলম মজুমদার : সংলাপই একমাত্র সমাধানের পথ। সংলাপের বিকল্প একমাত্র সংলাপই। তার মাধ্যমে টেকসই সমাধান করা সম্ভব। সংলাপের মাধ্যমে সমঝোতা, সমঝোতার মাধ্যমে সমাধান। আমাদের এখন দীর্ঘ মেয়াদি সমাধানের কথা চিন্তা করতে হবে। এই সমস্যাগুলো গত ৫২-৫৩ বছরে সমাধান করতে পারি নাই। এগুলো সমাধান করতে না পারলে আমরা সংকটের দিকে যাবো।

ভয়েস অফ আমেরিকা : আন্দোলনের মাধ্যমে বিরোধীদল কি নতুন সংসদ ভাঙতে সরকারকে বাধ্য করতে পারবে? ১ থেকে ১০ স্কেলে কতটুকু চান্স দেখেন?

বদিউল আলম মজুমদার : এটা দেখার বিষয়। তবে, আমি মনে করি আন্দোলনের মাধ্যমে কোনও কিছুর সমাধান হয়নি। রাজপথের আন্দোলনের মাধ্যমে কোনও কিছুর স্থায়ী ও টেকসই সমাধান হয় না। বরং আন্দোলন সহিংসতায় পরিণত হয়।

ভয়েস অফ আমেরিকা : যুক্তরাষ্ট্র মনে করে ৭ জানুয়ারীতে হওয়া বাংলাদেশের নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়নি। এ বিষয়ে পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার একটি বিবৃতি দিয়েছেন। আপনার মন্তব্য জানতে চাই।

বদিউল আলম মজুমদার : নির্বাচন নিয়ে তো প্রশ্ন রয়েছে। আর নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি) ও ক্ষমতাসীন দলের পরাজিত কিছু ব্যক্তিরা। ইসি থেকে ভোট পড়া নিয়ে বিভ্রান্তিমূলক তথ্য দিয়েছে। বেলা ৩ টা সময় নির্বাচন কমিশন বলা হলো, ভোট পড়েছে ২৭ শতাংশের মতো। নির্বাচন শেষে সিইসি বললেন, ভোট পড়েছে ২৮ শতাংশের মতো। ওই সময় তার পাশ থেকে আরেকজন কর্মকর্তা বললেন, ভোট পড়েছে ৪০ শতাংশের মতো। তারপর ইসি আবার প্রায় ৪২ শতাংশ ভোটের হার দেখিয়েছে। তাদের মাধ্যমে বির্তক সৃষ্টি হয়েছে। ৩ টা পর্যন্ত যদি ২৭ শতাংশ ভোট হয়, পরের ১ ঘন্টায় এতো বড় নিয়ে প্রশ্ন উঠেবেই। আর ৪২ হাজার ভোট কেন্দ্রের তথ্য ইসি ছাড়া অন্য কারও পক্ষে সংগ্রহ করে দেওয়া অসম্ভব। অর্থাৎ ইসি নিজে নির্বাচন নিয়ে বির্তক সৃষ্টি করেছে। আবার আওয়ামী লীগের সঙ্গী, যারা নির্বাচনে হেরে গিয়েছে তারাও বির্তক সৃষ্টি করেছে। যেমন জাসদের হাসানুল হক ইনু, আওয়ামী লীগের হেরে যাওয়া প্রার্থী আব্দুস সোবান গোলাপসহ অনেকে বলেছে, নির্বাচনে কারচুপি হয়েছে। ইসি ও তাদের এসব বক্তব্য প্রমাণ করে যুক্তরাষ্ট্রের বিবৃতি ঠিক আছে। এই নির্বাচনের বৈধতা নিয়ে অবশ্যই প্রশ্ন রয়েছে।

(ভোয়া ওয়েব পেজ : ১৩.০১.২০২৪ এলিনা)

শীতের কারণে নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতি কম ছিলো : মুজিবুল হক চুন্নু

৭ জানুয়ারী ২০২৪-এ হয়ে গেলো দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। নির্বাচনে ৩০০ আসনের ঘোষিত ২৯৮ টির মধ্যে ২২২ টিতে জিতে, দুই তৃতীয়াংশের ওপর সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে টানা চতুর্থবার সরকার গঠন করতে যাচ্ছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ। অংশ নেয়া ২৮ টির মধ্যে ২৪ টি থেকে একজনও না জেতা ও তাদের মধ্যে একজন ছাড়া বাকি সবার জামানত হারানো এ নির্বাচনে জাতীয় পার্টির ১১ ও জাসদ, ওয়ার্কার্স পার্টি ও কল্যান পার্টি থেকে জিতেছেন ১ জন করে। এদের মধ্যে, জাতীয় পার্টির ১১ জনই জয়ী হয়েছেন আওয়ামী লীগের সমর্থন নিয়ে, যেসব জায়গা থেকে আওয়ামী লীগ তাদের প্রার্থী প্রত্যাহার করে নিয়েছিল সেসব নির্বাচনী এলাকায়। জাসদ ও ওয়ার্কার্স পার্টির প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন নৌকা নিয়ে লড়ে, আর কল্যান পার্টিও তার আসনটি জিতেছে আওয়ামী লীগের সমর্থন নিয়ে। বিজয়ী ৬২ জন স্বতন্ত্র প্রার্থীর মধ্যে ৫৮ জনই আওয়ামী লীগের নেতা। ফলে এ নির্বাচন শেষে দেশে একটি একদলীয় "গণতন্ত্রের" উত্থান হবার আশংকা দেখা দিয়েছে। বিএনপিসহ ৬৩টি রাজনৈতিক দলের বর্জন করা এ নির্বাচনে নির্বাচন কমিশনের দেয়া দেয়া তথ্য মতে ভোটার উপস্থিতি ছিল ৪১ দশমিক ৮ শতাংশ। অফিসিয়াল এই ফিগার-এর বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে দেশে বিদেশে প্রশ্ন উঠেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, ১৯৭৫ এর পর এটিই

বাংলাদেশে হওয়া সবচেয়ে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন যদিও বিএনপি সহ, দেশি বিদেশী অনেকেই এই নির্বাচনকে "ডামি নির্বাচন " বলে দাবি করেছেন। কেমন হলো এবারের নির্বাচন? কেমন ছিল এতে প্রশাসন, আইন শৃঙ্খলা বাহিনী, নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা? এ নিয়ে ভয়েস অফ আমেরিকার পক্ষ থেকে আমরা কথা বলেছি নির্বাচনে জয়ী, পরাজিত, বর্জনকারী, সব পক্ষের রাজনীতিবিদদের সাথে। কথা বলেছি সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সাথেও। নির্বাচনে মিডিয়ার ভূমিকাকে তারা কিভাবে দেখছেন? কিভাবে নিচ্ছেন নির্বাচনের ব্যাপারে দেয়া যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলারের প্রতিক্রিয়া? এসব নিয়েও আমরা কথা বলেছি তাদের সাথে।

এই সাক্ষাৎকারটি পাঠিয়েছেন আদিত্য রিমন।

সাক্ষাৎকার : মুজিবুল হক চুন্নু, জাতীয় পার্টির মহাসচিব

ভয়েস অফ আমেরিকা : ভোট কতটা অবাধ, সুষ্ঠু, অংশগ্রহণমূলক ও শান্তিপূর্ণ হলো? এই চারটি ক্রাইটেরিয়াতে ১ থেকে ১০ স্কেলে এই নির্বাচনকে আপনি কত দেবেন?

মুজিবুল হক চুন্নু : এখানে ৪ টি ক্রাইটেরিয়াতে এই নির্বাচনকে আমি ৪ থেকে ৫ স্কোর দিবো।

ভয়েস অফ আমেরিকা : এবারের নির্বাচনে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর ভূমিকাতে কি আপনি সন্তুষ্ট? ১ থেকে ১০ স্কেলে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কত পাবে?

মুজিবুল হক চুন্নু : নির্বাচনে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ভূমিকার জন্য আমি ৫ স্কোর দিবো।

ভয়েস অফ আমেরিকা : প্রশাসন কতটা নিরপেক্ষভাবে কাজ করেছে? ১ থেকে ১০ এর মধ্যে প্রশাসনের ভূমিকাকে কত দিতে চান আপনি?

মজিবুল হক চুন্নু : নির্বাচনে আমি প্রশাসনের ভূমিকায় সন্তুষ্ট। এখানে আমি ৬-৭ স্কোর দিবো।

ভয়েস অফ আমেরিকা : আসলে কত পার্সেন্ট ভোট পড়েছে বলে মনে করেন? আপনার এলাকায় কত পার্সেন্ট আসল আর কত পার্সেন্ট জাল ভোট পড়েছে বলে মনে হয়? নাকি এবারে জাল ভোট পড়েনি?

মুজিবুল হক চুন্নু : আমার নির্বাচনী এলাকায় ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ ভোট পড়েছে। নির্বাচন ৯৫ শতাংশ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয়েছে। জাল ভোট পড়ে নাই, পড়লেও সেটা কম।

ভয়েস অফ আমেরিকা : নির্বাচনে দেশীয় মিডিয়ার ভূমিকাকে ১ থেকে ১০ স্কেলে কত দেবেন? সঠিক তথ্যের জন্য আপনি কাদের ওপর নির্ভর করেছেন? ক্রমানুসারে বলুন নির্বাচন কমিশন, দেশি টিভি চ্যানেল, দেশি পত্রিকা, বিদেশী গণমাধ্যম, সোশ্যাল মিডিয়া।

মুজিবুল হক চুন্নু : নির্বাচনে আমাদের দেশী মিড়িয়াগুলো ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ নিরপেক্ষ ছিলো। কিন্তু ব্যক্তি মালিকাধীন গণমাধ্যম নিজেদের স্বার্থের কারণে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করে নাই। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তেমন কিছু চোখে পড়ে নাই।

ভয়েস অফ আমেরিকা : ভোট বর্জনের ডাক কতটা সফল? ১ থেকে ১০ স্কেলে কত পাবে?

মুজিবুল হক চুন্নু : ভোট তো হয়ে গেছে। তাহলে সফল হলো কিভাবে? আমি গত ৯ টি সংসদ নির্বাচন করে আসছি। প্রতিবারই নির্বাচনে গড়ে ৫০ থেকে ৬০ শতাংশ ভোট পড়ে। আর শীতের প্রভাবে এবং শীতের সময় মানুষের কিছু কাজ থাকে, যার কারণে এবার ভোটার উপস্থিতি কিছুটা কম পড়েছে। আর বিএনপি নির্বাচনে অংশ নিলেও গড়ে ৪০ থেকে ৫০ শতাংশ ভোট পড়তে দেখে আসছি আমরা। তবে, ভোট বর্জনের কিছুটা প্রভাব তো থাকবেই।

ভয়েস অফ আমেরিকা : নির্বাচন ও নির্বাচনোত্তর সহিংসতা আর নির্বাচন বর্জন কেন্দ্রিক সহিংসতার মধ্যে কোনটি বেশি হয়েছে?

মুজিবুল হক চুন্নু : নির্বাচন বর্জন কেন্দ্রিক সহিংসতা বেশি হয়েছে। আমার এলাকায় ৪ টি ভোট কেন্দ্র পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বোম মারতে গিয়ে বিএনপির কর্মী ধরাও পড়েছে। নির্বাচনের আগে কিছু সহিংসতা হয়েছে। আর নির্বাচনোত্তর সহিংসতা তেমন চোখে পড়ে নাই।

ভয়েস অফ আমেরিকা : এ নির্বাচনের ফলে দেশের বিরাজমান রাজনৈতিক সংকট কাটার সম্ভাবনা কতটুকু? ১ থেকে ১০ স্কেলে কত?

মুজিবুল হক চুন্নু : এটা নিয়ে এখনি মন্তব্য করা ঠিক হবে না। আগামীতে দেখা যাবে এই নির্বাচনের ফলে বিরাজমান রাজনৈতিক সংকট কতটুকু কেটেছে।

ভয়েস অফ আমেরিকা : আপনি কি মনে করেন এই রাজনৈতিক সংকট নিরসনে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির সংলাপে বসা দরকার?

মুজিবুল হক চুন্নু : নির্বাচনের আগে জাতীয় পার্টির পক্ষ থেকে আমি এবং আমার চেয়ারম্যান জিএম কাদের বারবার অনুরোধ জানিয়েছি, সংলাপে বসার জন্য। কিন্তু তারা আমাদের কথা শুনে নাই। দেশের সঙ্কট নিরসনে যে কোনও সময় সংলাপে বসা যেতে পারে।

ভয়েস অফ আমেরিকা : দুইদলের মধ্যে সংলাপ হলে একটি সমাধানে আসার সম্ভাবনা কতটুকু? ১ থেকে ১০ স্কেলে?

মুজিবুল হক চুন্নু : ২ টি দল আলোচনা বসলে একটা না, একটা সমাধান আসবেই। আমি এটা বিশ্বাস করি।

ভয়েস অফ আমেরিকা : আন্দোলনের মাধ্যমে বিরোধীদল কি নতুন সংসদ ভাঙতে সরকারকে বাধ্য করতে পারবে? ১ থেকে ১০ স্কেলে কতটুকু চান্স দেখেন?

মুজিবুল হক চুন্নু : জাতীয় পার্টি তো নির্বাচন করেছে। কিন্তু যারা নির্বাচন করে নাই, আন্দোলনে আছে তারাই ভালো বলতে পারবে সরকারকে সংসদ ভেঙে দিতে, পদত্যাগে বাধ্য করতে পারবে কিনা। এটা তো আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়।

ভয়েস অফ আমেরিকা : যুক্তরাষ্ট্র মনে করে ৭ জানুয়ারীতে হওয়া বাংলাদেশের নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়নি। এ বিষয়ে পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার একটি বিবৃতি দিয়েছেন। আপনার মন্তব্য জানতে চাই।

মুজিবুল হক চুন্নু : এই বিষয়ে আমি কোনও মন্তব্য করতে চাই না।

(ভোয়া ওয়েব পেজ : ১৩.০১.২০২৪ এলিনা)

রেডিও তেহরান

এ বিজয় জনগণ ও গণতন্ত্রের বিজয় : শেখ হাসিনা

বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের বিজয়কে গণতন্ত্রের বিজয় বলে আখ্যায়িত করেছেন দলটির সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বিস্তারিত জানিয়েছেন ঢাকা থেকে আমাদের সংবাদদাতা:

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে টানা চতুর্থবার সরকার গঠন করেছে আওয়ামী লীগ। এ বিজয়কে 'গণতন্ত্রের বিজয়' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন দলটির সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আজ (শুক্রবার) প্রধানমন্ত্রী তার নতুন মন্ত্রিসভার সহকর্মীদের সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের পর জাতীয় স্মৃতিসৌধ প্রাঙ্গণে রাখা দর্শনার্থী বইতে স্বাক্ষর করার সময় এ কথা লিখেছেন। দর্শনার্থী বইতে প্রধানমন্ত্রী লেখেন, 'আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির পথে বাংলাদেশের যাত্রা অব্যাহত থাকবে।' একই সঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা গড়ার অঙ্গীকারও ব্যক্ত করেন। তিনি আরও লেখেন, '৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জনগণের ভোটে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বিজয়ী হয়েছে। এই বিজয় জনগণের বিজয় এবং গণতন্ত্রেরও বিজয়।' এর আগে শুক্রবার সকালে প্রধানমন্ত্রী নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে রাজধানীর ধানমন্ডিতে বঙ্গবন্ধু ভবনের সামনে রক্ষিত জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান।

(রেডিও তেহরান : ২০৩০ ঘ. ১২.০১.২০২৪, বাদশা রহমান, এলিনা)

প্রতিনিধিত্বশীল ব্যবস্থার অভাবকে দাপিয়ে বেড়াবে অর্থনৈতিক চাপ

বাংলাদেশের নতুন সরকারের নতুন মন্ত্রিসভার বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ দেখছেন বিশেষকরা। এ সম্পর্কে এখন জানানো হচ্ছে ঢাকা থেকে আমাদের বিশেষ প্রতিনিধির পাঠানো প্রতিবেদনে :

শপথ গ্রহণের মাধ্যমে পথ চলা শুরু হলো বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদের নতুন সরকারের। নির্বাচনের আসন বিজয়ীর সংখ্যার নিরিখে নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করল আওয়ামী লীগ। তবে এই আওয়ামী লীগের নতুন সরকারের মন্ত্রিসভার সামনে অনেক চ্যালেঞ্জ দেখছেন বিশ্লেষকরা। তারা বলছেন, নতুন মন্ত্রিসভা ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় এবং সরকারের অঙ্গীকার বাস্তবায়নে কতটা সক্ষম হবে বা কতটা দেখাতে পারবে, সে বিষয়টিই এখন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। টানা চতুর্থ দফায় আওয়ামী লীগের নতুন সরকারের চ্যালেঞ্জের মধ্যে দিয়ে বিশেষ করে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সামলানো এবং যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের বিষয় হয়ে দাঁড়াতে পারে বড় ধরনের একটি জায়গা। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের কেউ কেউ বলেছেন, নতুন–পুরোনো মিলিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করা হলেও অভিজ্ঞতার ঘাটতি থাকবে। এর পেছনে তাঁদের যুক্তি হচ্ছে, পুরোনোদের মধ্যে ৩০ জন মন্ত্রী বাদ পড়েছেন। কিন্তু পুরোনোদের বড় অংশ মন্ত্রিসভায় রয়েছেন। নতুন ১৪ জন প্রথমবারের মতো মন্ত্রিসভায় যুক্ত হয়েছেন। এর সঙ্গে অর্থ, বাণিজ্যসহ গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়গুলোতে বড় পরিবর্তন আনা হয়েছে। বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম বলেন, মন্ত্রিসভার সদস্যদের অনেকের অভিজ্ঞতার ঘাটতি থাকতে পারে। আর এ বিষয়গুলো হয় প্রতিনিধিত্বশীল নির্বাচনী ব্যবস্থার মাধ্যমে(স্বকণ্ঠে): জনগণের প্রতিনিধিত্বশীল নির্বাচিত করে আর প্রতিনিধিদের নির্বাচিত করে সেটার মাধ্যমেই জনগণের প্রকাশ করার ব্যবস্থা করা হয় তাহলে সেইরকম কোন কিছু ঘটে নাই। ৭ তারিখে যে ইভেন্ট হয়ে গেল সেটা আমি নির্বাচন বলে মানতে রাজি না। আর জাহাঙ্গীরনগর বশ্ববিদ্যালয় এর সরকার ও রাজনীতি বিভাগের অধ্যাপক মোঃ আব্দুল মান্নান বলেন(স্বকণ্ঠে): সব নির্বাচনেই কমবেশি চ্যালেঞ্জ ছিল কিন্তু আন্তর্জাতিক চ্যালেঞ্জ এইবারের মতো অতীতে কখনো ছিল না। এইবার আন্তর্জাতিক চ্যালেঞ্জটা অনেক বেশি বেশি হয়েছে এবং সেই চাপটা যে অব্যাহত থাকবে মোটামুটি আমরা ধরে নিতে পারি। আর অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জ সব নির্বাচনের মধ্যেই থাকে। কম থাকে বেশি থাকে এবারও আছে। এই একটা বড় চ্যালেঞ্জ। তবে তার উপরের চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জটা। আমাদের অর্থনীতি খুবই একটা নাজুক পরিস্থিতিতে আছে।

(রেডিও তেহরান : ২০৩০ ঘ. ১২.০১.২০২৪, বাদশা রহমান, এলিনা)

এনএইচকে

২০২৩ সালকে 'ভয়ঙ্কর বছর' বলে অভিহিত করেছে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার গ্রুপ হিউম্যান রাইটস ওয়াচ অধিকার লংঘন এবং যুদ্ধকালীন নৃশংসতার কারণে ২০২৩ সালকে "একটি ভয়ঙ্কর বছর" বলে অভিহিত করে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। বৃহস্পতিবার নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদরদপ্তরে এক সংবাদ সম্মেলনে সংস্থাটি ১০০টিরও বেশি দেশ ও অঞ্চলের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে তাদের প্রতিবেদন প্রকাশ করে। ইসরায়েল এবং হামাসের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষের বিষয়ে, প্রতিবেদনে ৭ই অক্টোবর হামাস যোদ্ধাদের দ্বারা ইসরায়েলিদের উপর হামলার নিন্দা করা হয়েছে। তাদের শত শত বেসামরিক লোককে হত্যা করা এবং প্রায় ২০০জনকে জিম্মি করার ঘটনাকে যুদ্ধাপরাধ বলে অভিহিত করা হয়েছে। প্রতিবেদনে ইসরায়েলের প্রতিক্রিয়া, যেমন গাজার ২.৩ মিলিয়ন বেসামরিক নাগরিকের জন্য জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দেয়া এবং ফিলিস্তিনি উপত্যকাটিতে এক মিলিয়নেরও বেশি লোককে জোরপূর্বক অন্যত্র সরিয়ে দেয়াকেও যুদ্ধাপরাধ বলে নিন্দা করা হয়েছে। প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, অনেক সরকার যারা হামাসের যুদ্ধাপরাধের নিন্দা করেছে, তারা যুদ্ধাপরাধের জন্য ইসরায়েলি সরকারের সমালোচনা করা থেকে বিরত থেকেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, চীনা কর্তৃপক্ষের সাংস্কৃতিক নিপীড়ন এবং দশ লাখ উইঘুর ও অন্যান্য তুর্কি মুসলমানদের নির্বিচারে আটকের ঘটনা দেখেও অনেক সরকারই নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে, যা মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের সমতূল্য।

(এনএইচকে ওয়েব পেজ: ১২.০১.২০২৪ এলিনা)

ডয়চে ভেলে

'সরকারের দুর্বলতা ধরে আন্দোলন করতে না পারলে ভবিষ্যৎ নেই'

অতিরিক্ত পরনির্ভশীলতা কি দুর্বল বা ছোট দলের প্রাসঙ্গিকতা ও উপযোগিতা কমাতে পারে? বাংলাদেশের চলমান রাজনীতির বিষয়ে ডয়চে ভেলেকে দেয়া সাক্ষাৎকারে তেমন ইঙ্গিতই দিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক এম এম আকাশ।

ডয়েচে ভেলে: একসময় মহাজোট গঠন করে নির্বাচনে অংশ নিয়েছিল আওয়ামী লীগ। ১৪ দলীয় জোট এখনো আওয়ামী লীগের সঙ্গে থাকলেও এবার তারা মাত্র ২টি আসনে জিতেছেন। আওয়ামী লীগের কাছে ছোট দলগুলোর প্রয়োজনীয়তা কি ফুরিয়ে যাচ্ছে?

অধ্যাপক এম এম আকাশ : একই প্রশ্ন শেখ হাসিনাকে করা হয়েছিল, শেখ হাসিনা বলেছেন- আমার কী দোষ, ওরা শক্তি বাড়াতে পারেনি, ওরা আমাদের ওপর নির্ভরশীল থেকেছে, সুতরাং ওরা দুর্বল হয়ে গেছে, আমি তো আর ওদের দুর্বল করিনি। এই কথার মধ্যে কিছুটা সত্যতা আছে। কারণ, যখন তাদের জোটে ছিল জোটের ভেতরে আওয়ামী লীগের দুর্বলতা, ত্রুটি এবং একপেশে পলিসি এবং ভুল পলিসির বিরুদ্ধে তারা তীব্র অবস্থান গ্রহণ করেননি। বরং অনেকটা লয়াল অপজিশনের ভূমিকাতেই তারা ছিল। এবারো নির্বাচনে তাদের কাছে দুটো চয়েস ছিল- নৌকা মার্কা ছাড়া নির্বাচন করা অথবা নৌকা নিয়ে নির্বাচন করা। দেখা গেছে, তারা ঝোলাঝুলি করছে আওয়ামী লীগের কাছ থেকে তাদের দলীয় মার্কা নিয়ে নির্বাচন করতে। এটা থেকে প্রমাণিত হয় আওয়ামী লীগের কাছে হয়ত শক্তিমান দলের প্রয়োজনীয়তা আছে, কিন্তু তারা যেহেতু দুর্বল হয়ে গেছে, সুতরাং আওয়ামী লীগ তাদেরকে পাত্তা দেয়নি।

দুর্বল হয়ে পড়া দলগুলোর করণীয় কি?

তাদের পুনরায় বিবেচনা করা উচিত লয়াল অপজিশনের ভূমিকায় থাকবো, নাকি প্রকৃত অপজিশনের ভূমিকায় থাকবো। যদি প্রকৃত অপজিশনের ভূমিকায় তারা থাকতে চান, তাদেরকে ইন্ডিপেনডেন্ট পলিসি, ইন্ডিপেনডেন্ট কন্সটিটিউয়েন্সি, ইন্ডিপেনডেন্ট স্ট্রাগল এবং কোনো কোনো জায়গায় আওয়ামী লীগের কাছ থেকে সুবিধা নেওয়ার পরিবর্তে আওয়ামী লীগ সুবিধা দিতে চাইলেও সেই সুবিধা প্রত্যাখ্যান করার শক্তি অর্জন করতে হবে।

ছোট দলগুলো কি আর ঘুরে দাঁড়াতে পারবে?

তারা তো ঘুরে দাঁড়াতে পারবেই না, বরঞ্চ দলের মধ্যে যারা ভালো, তারা দলত্যাগ করে কেউ বাম দল বা একটু মোর অপিজিশন, মোর ইনিডপেনডেন্ট, অটোনমাস- এইসব শক্তির সঙ্গে যাবে বা সিভিল সোসাইটির সঙ্গে যাবে অথবা রাজনীতি ছেড়ে দেবে। আর যারা রাজনীতিতে থাকবে লয়াল অপজিশন বা লয়ালটি এবং আওয়ামী লীগ থেকে সুবিধা নেবে, তারা আওয়ামী লীগেই যোগ দিয়ে দেবে।

ছোট ছোট দলগুলো জাতীয় নির্বাচনে কতটা প্রভাব রাখে?

বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে জন্ম নিয়েছে। তখন যে ভাগ ছিল পাকিস্তানপন্থি এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি। সেই ভাগের এখন আর যৌক্তিকতা নেই, কারণ, এখন আমরা স্বাধীন দেশ। এখানে যে শ্রেণি রাজনীতি বা ইকোনমিক পলিসির ভিত্তিতে রাজনীতি বা জনগণ এবং জনবিরোধী- এই ভিত্তিতে যে রাজনীতি হওয়ার কথা ছিল, সেটি ডেভেলপ না করে মুক্তিযুদ্ধের নামেও জনবিরোধী রাজনীতি চলছে। আর মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিরুদ্ধেও যারা ছিল, তারা মুক্তিযুদ্ধের একাংশকে নিজেদের পক্ষে নিয়ে এমন একটি জোট গঠন করেছে যেটাকে মানুষ গ্রহণ করতে পারছে না। মানুষের কাছে আসলে একটি প্রকৃত বিরোধী দল নেই। আওয়ামী লীগ, বিএনপি যেই ক্ষমতায় আসুক কোনো পরিবর্তন হবে

বলে তারা মনে করে না। যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ, এটাই হচ্ছে মানুষের সাধারণ উপলব্ধি। সেজন্য এক রাবণকে বদলে আরেক রাবণকে এনে সমস্যার সমাধান হবে না। এই কারণে রাবণদের মধ্যে প্রতিযোগিতা হচ্ছে। কিন্তু মুশকিল হলো, রাবণদের বাইরে যারা, তারা কিন্তু শক্তি নিয়ে এখন পর্যন্ত দাঁড়িয়ে আস্থাবান বিকল্প হতে পারেনি। সেজন্য মানুষ উদাসীন, ৬০% মানুষ ভোট দিতে যায়নি।এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ এবং তাদের অনুগতরা একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী থাকায় মানুষ পরিবর্তনের আশা দেখেনি। বিএনপি যে আন্দোলন করে এটিকে বদলে একটি ভালো নির্বাচনের ব্যবস্থা করবে, সেটাও বিএনপি করতে পারেনি। কারণ, বিএনপির যে নেতৃত্ব, প্রথম দিকে শান্তিপূর্ণভাবে বড় সমাবেশ করতে পারছিল, পরে ছোট্ট ঘটনা দিয়ে ওরা বসে গেলে এবং আর উঠে দাঁড়াতেই পারলো না। সুতরাং, গণঅভ্যুত্থান করে নির্বাচনকে ঠিকঠাক করে তার মুখে নির্বাচনে যোগ দিয়ে নির্বাচন করার যে সুযোগ ছিল সেটিও বিএনপি হারালো। আর আওয়ামী লীগ একতরফা নির্বাচন করলো, মানুষ ন্যাচারালি এমনিতেও জানে যে, আওয়ামী লীগের ভেতরে পরিবর্তন করে এই মন্ত্রী বদলে ওই মন্ত্রী আসলে, এই সংসদ বদলে ওই সংসদ আসলে, ইকোনমিক পলিসি বা অন্যান্য যা কিছু তা তো আর পরিবর্তন হচ্ছে না। আর বিএনপিকে তো তারা আগেই মাঠ থেকে সরিয়ে দিতে পেরেছে।

দুটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নেওয়া থেকে বিরত থাকলো বিএনপি। রাজনীতিতে দলটির ভবিষ্যৎ কী?

বিএনপি ভেবেছিল, তাদের এক দফার আন্দোলনে শেখ হাসিনা পদত্যাগ করতে বাধ্য হবেন। তারপর তারা নতুন অন্তবর্তীকালীন সরকার বা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন করবে। কিন্তু এটা করার জন্য যে গণআন্দোলন, গণপ্রচার এবং যে ইস্যুগুলো আনার দরকার ছিল, সেটা তারা করতে পারেনি। তারা নির্ভর করেছিল বৈদেশিক শক্তি ও আমেরিকার স্যাংশনের ওপর। একপর্যায়ে তারা ভারতের সঙ্গে তারা সম্পর্ক ভালো করারও চেষ্টা করেছিল। বিদেশি শক্তির ওপর নির্ভর করে সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টি করা অথবা আওয়ামী লীগের একতরফা নির্বাচনকে প্রতিহত করার চেষ্টা করেছিল। যেহেতু নিজস্ব শক্তি ছিল না এবং জনগণের ইস্যুতে কোনো গণআন্দোলন গড়ে তুলতে পারেনি, সেজন্য তারা ব্যর্থ হয়েছে। এখন তাদের (বিএনপি) কাছে দুটি পথ রয়েছে- আবার গণআন্দোলনের চেষ্টা করা, কিন্তু এই ভাঙা হাটে সেটা তারা করতে পারবে না। তাদের যে বেসিক উয়িকনেস, জামায়াতের সাথে বন্ধুত্ব এবং তারেক জিয়ার নেতৃত্ব- এই দুটো জিনিস নিয়ে মানুষের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তারেক রহমানের দণ্ড হয়েছে, খালেদা জিয়া তো শারীরিকভাবে সক্ষম নন, তারেক জিয়ার পক্ষেও এখানে নেতৃত্ব দেওয়া সম্ভব না। সুতরাং বিএনপি নেতৃত্ব শূন্যতায় ভুগছে। বিএনপি যদি জামায়াত থেকে বেরিয়ে এসে তারেক জিয়াকে বাদ দিয়ে দল পুনর্গঠন করে তাহলে তাদের একটি ভবিষ্যৎ থাকবে, তবে এটা করতে পারবে বলে আমার মনে হয় না। তাদের মধ্যে যারা খুবই গোঁড়াভাবে এই দুই শক্তির সঙ্গেই বিএনপিকে রাখতে চায়, তারা বিএনপিতে থাকবে এবং আস্তে আস্তে ছোট হয়ে যাবে। আর যারা এই দুটোর কোনোটাই চায় না তাদের কেউ কেউ হয়ত রাজনীতি ছেড়ে দেব, দল ত্যাগ করবে অথবা কিংস পার্টি বা আওয়ামী লীগে যোগ দেবে।

বিএনপির শীর্ষ দুই নেতা সাজাপ্রাপ্ত হলেও দলে এখনো তাদেরই প্রাধান্য। এটি দল হিসেবে বিএনপিকে পেছনে ঠেলছে কিনা...

এভাবে চলতে থাকলে তারা আরও ছোট হয়ে যাবে। এবার যেমন গণআন্দোলন করে নির্বাচনকে অন্তবর্তীকালীন সরকারের অধীনে নিতে পারেনি, আগামী ৫ বছরেও সেটা পারবে না।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনও দলীয় সরকারের অধীনে হলে বিএনপির অবস্থান কেমন হতে পারে?

তখন বিএনপি শুরু করবে এই নির্বাচন মানি না, এই নির্বাচন বাতিল করতে হবে, সংসদ বাতিল করতে হবে, এই সরকার অবৈধ। কিন্তু সাধারণ মানুষের নিষ্ক্রিয়তার কারণে গণঅভ্যুত্থান বা গণআন্দোলের অভাবের কারণে এটা সম্ভব হবে না। তখন তাদেরকে অন্য ইস্যু আনতে হবে, সরকারের কি দুর্বলতা আছে সেগুলো খুঁজে বের করতে হবে। সরকারের একটি বড় দুর্বলতা হলো গণতন্ত্রহীনতা। কারণ, এখানে একজন ব্যক্তি, একটি দলের হাতে সব ক্ষমতা। এখন এটি আরো অ্যাবসোলিউট হবে। আমরা জানি পাওয়ার করাপ্ট, অ্যাবসোলিউট পাওয়ার করাপ্ট অ্যাবসুলেটলি। এখানে সেই জিনিসগুলো আরো বাড়বে। এতে মানুষের যে সাফারিং হবে, সেগুলোকে ধরে যদি আন্দোলন-সংগ্রাম করতে পারে, সেটি যে দলই করুক সেটি বিএনপি, জাতীয় পার্টি বা বামপন্থীরাই করুক, তাদেরই ভবিষ্যৎ আছে, অন্যদের কোনো ভবিষ্যৎ নাই। আওয়ামী লীগের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জটা হলো- দুর্নীতি, সুশাসনের সংকট, ঋণখেলাপী, জ্বালানি অপরাধী, অ্যাকাউনটিবিলিটি ও টান্সপারেন্সির অভাব। পার্লামেন্টে আরও বেশি ব্যবসায়ীদের প্রভাব এগুলোকে কীভাবে ট্যাকেল করে প্রধানমন্ত্রী যে জনকল্যাণমূলক অর্থনীতির কথা বলেন সেটি কতটুকু ফিরিতে আনতে পারবেন।

শেখ হাসিনা চাইলেই কি এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে পারবেন?

সেটির সম্ভবনা খুবই কম। পাওয়ার তো এমনিতেই মানুষকে করাপ্ট করে। অ্যাবসোলিউট পাওয়ার করাপ্ট অ্যাবসোলিউটলি। এবং আওয়ামী লীগ চারবার ক্ষমতায় গিয়ে এখন স্বতন্ত্রসহ টুকিটাকি দিয়ে লয়াল অপজিশন বানিয়ে ক্ষমতায় থাকবে, এটি আরও অ্যাবসোলিউট হবে।

নিবন্ধন নেই এমন অনেক দলকে সঙ্গে নিয়ে জোট করেছে বিএনপি। এতে বিএনপির রাজনীতিতে কী লাভ হচ্ছে?

বিএনপির দুটো কন্সটেন্ট, একটি হলো জামায়াতের সঙ্গে গোপন আঁতাত, আরেকটি হলো তারেক জিয়ার মতো একজন ইয়াং কিন্তু ক্রিমিনাল লিডারশিপকে মেনে নেওয়া। এ দুটি দূর না করে বিএনপি এগোতে পারবে না।

রাজনৈতিক দল হিসেবে জামায়াতে ইসলামীর নিবন্ধন নেই। বিএনপির সঙ্গেও তারা আগের মতো আন্দোলনে নেই। এটিকে আপনি কিভাবে দেখছেন?

গত আন্দোলনে বিএনপির সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে জামায়াত অগ্রসর হওয়ার কিছুটা চেষ্টা করেছে। তাদের ঐক্য হলো আওয়ামী লীগবিরোধী। আওয়ামী লীগকে সরানোর জন্য বিএনপি জামায়াতকে সহযোগিতা করবে, আবার বিএনপি সহযোগিতা করবে জামায়াতকে। কিন্তু কে কাকে ইউজ করবে সে ব্যাপারে তাদের মধ্যে নিশ্চয়ই দ্বন্দ্ব আছে। বিএনপির মতাদর্শ তো জামায়াতের মতাদর্শ না। বিএনপির মতাদর্শের মধ্যে সুবিধাবাদ আছে, লিবারেল ডেমেক্র্যাসির একটা ব্যাপার আছে। ইসলামী শাসনতন্ত্রের ব্যাপার নেই, মহিলা নেত্রীকে মেনে নেওয়ার ব্যাপার আছে; জামায়াতের ক্ষেত্রে তো এগুলো নেই। মানুষ মনে করে, আওয়ামী লীগ প্রশ্নে এদের মিলটাই বেশি, দ্বন্দ্ব কম।

এরশাদের মৃত্যুর পর রাজনীতিতে জাতীয় পার্টির অবস্থান আর আগের মতো নেই। সংসদে এই দলটির আসন কমতে কমতে এবার ১১টিতে ঠেকেছে। বর্তমানে জাতীয় পার্টি যে ধারার রাজনীতি করছে তাতে দলটির ভবিষ্যত কী?

আগের সংসদে জাতীয় পার্টি সরকারের অনুগতি বিরোধী দল ছিল। এবার তারা বিরোধী দল হলে তেমনই হবে। নব্বইয়ের গণআন্দোলনে এরশাদকে হারিয়ে দিয়েই আওয়ামী লীগ এগিয়ে ছিল। এরশাদকে বলা হতো স্বৈরাচার। আর বামপন্থিরা স্লোগান দিয়েছিল- এমন একটি সরকার গঠন করো যেখানে স্বৈরাচার থাকবে না, রাজাকারও থাকবে না। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত নব্বইয়ের আন্দোলনে অন্যতম দুই পার্টনারের মধ্যে বিএনপি রাজাকারের সঙ্গে গাঁটছড়া বাধলো আর আওয়ামী লীগ স্বৈরাচারের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধলো। এই কারণে নব্বইয়ের গণআন্দোলন একবারমাত্র সাহাবুদ্দিনের অধীনে নিরপেক্ষ নির্বাচন দিয়ে তারপর এটা আস্তে আস্তে দিশা হারিয়ে ফেলেছে। জাতীয় পার্টি ইন্ডিপেনডেন্ট কোনো পলিটিক্যাল পার্টি হতে পারে তখনই, যখন তারা আওয়ামী লীগের যে দুঃশাসনগুলো আছে, সেগুলোর বিরুদ্ধে আন্দোলন-সংগ্রাম করে বলে যে, আমরা দক্ষিণপন্থি কিন্তু আওয়ামী লীগের মতো ক্রোনি ক্যাপিটালিজম না প্রোডাকপিটভ ক্যাপিটালিজম চাই। কিন্তু সেটা তো জাতীয় পার্টির কোনো সম্ভবনা নেই। জাতীয় পার্টির গায়ে মিলিটারির গন্ধ অনেক বেশি।

বাংলাদেশের বাম রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে যারা আওয়ামী লীগের সঙ্গে আছে, তাদের কিছুটা অস্তিত্ব রয়েছে। মনোনয়ন পেয়েও এবার হাসানুল হক ইনু ও ফজলে হোসেন বাদশা পাস করতে পারেননি। কয়েকটি বাম রাজনৈতিক দলে অন্তকোন্দল রয়েছে। এসব দলকে নিয়ে আপনার মূল্যায়ণ কী?

আমি অবশ্য এদেরকে (ইনু, বাদশা) বাম ঠিক বলবো না। বামপন্থি ছিল, বামপন্থি এজেন্ডা ত্যাগ করে এরা এন্টি-বিএনপি, এন্টি-জামায়াত রাজনীতি করতে গিয়ে অন্ধভাবে আওয়ামী লীগের সঙ্গে মিশে গেছে। তার ফলে তারা আওয়ামী লীগ থেকে অটোনমাস কোনো রোল রক্ষা করতে পারেনি। সুতরাং তারা আর বাম রাজনৈতিক নয়। যদি তারা বাম রাজনীতি করতে চান, তাহলে তাদেরকে এখন যেটুকু শক্তি আছে, সেটুকু নিয়ে আওয়ামী লীগের বাইরে এসে দাঁড়াতে হবে। আর যদি তারা মনে করেন, সুযোগ-সুবিধা এবং সংসদ সদস্যপদ দরকার, নৌকা প্রতীক দরকার তাহলে তো বামপন্থি রাজনীতি সেটি রেটোরিক মাত্র।

এখনো যেসব বাম দল আওয়ামী লীগ বা বিএনপির জোটভুক্ত হয়নি তাদের এখন কী করা উচিত?

প্রথমত, জনগণের সঙ্গে তাদের বিচ্ছিন্নতা এখনো পুরোপুরি কাটেনি। সেটার মূল কারণ হলো তারা কোনো কন্সটিটিয়েন্সি ডেভেলপ করেনি। প্রত্যেকটি রাজনৈতিক নেতার একটি কন্সটিটিউয়েন্সি থাকে, সেখানে সে নিয়মিত যায়, সেখানে মানুষের সঙ্গে কথাবার্তা বলে, আলাপ-আলোচনা করে, সেখানে ভোট হলে তারা একটা ভোট পায়। এমনকি আওয়ামী লীগ, বিএনপি না করেও ভালো ভোট পায়। তৃণমূল পর্যায়ে ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র জায়গায় বামপন্থিরা জেতে। এটাই হচ্ছে প্রকৃত জনগণের ধারা। এই ধারায় বামপন্থিরা যদি নিজেদের শক্তি ডেভেলপ করতে পারে, তাহলে তাদের প্রথমে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির থেকে তাদের পার্থক্য জনগণের কাছে তুলে ধরতে হবে। এবং জনগণের এজেন্ডায় আন্দোলন-সংগ্রাম গড়ে তুলে হবে। এই গণআন্দোলন ও নির্বাচন দুটোকে একত্রিত করে তাদের আগামী নির্বাচনের আগে প্রধান বিরোধী দল হতে হবে, এটি তাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত, তবে এটি কঠিন কাজ। এটি না পারলে বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ টু বিএনপি, বিএনপি টু আওয়ামী লীগ এই রাজনীতি চলতে থাকবে। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ : ১২.১.২৪ রিহাব)

রেডিও টুডে

আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির পথে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে : প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে জাতীয় স্মৃতিসৌধে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যরা। শুক্রবার বেলা ১১ টায় মন্ত্রিসভার সদস্যরা সাভারে অবস্থিত জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এরপর জাতীয় স্মৃতিসৌধ প্রাঙ্গনে রাখা দর্শনার্থী বইতে স্বাক্ষর করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এতে তিনি লেখেন আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির পথে বাংলাদেশের যাত্রা অব্যাহত থাকবে। এ সময় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মুক্ত সোনার বাংলা গড়ার অঙ্গীকার ও ব্যক্ত করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি লেখেন ৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জনগণের ভোটে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বিজয়ী হয়েছে। এই বিজয় জনগণের বিজয় এবং গণতন্ত্রেরও বিজয়। এর আগে সকাল দশটায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মন্ত্রিসভার সদস্যরা ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানান। গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাতটায়

বঙ্গভবনে টানা চতুর্থ বারের ও সব মিলিয়ে পঞ্চম বারের মতো দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা। পঞ্চম মেয়াদে রাষ্ট্র পরিচালনায় এবারের মন্ত্রী সভায় রয়েছেন ২৫ জন মন্ত্রী এবং ১১ জন প্রতিমন্ত্রী। (রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ১২.০১.২০২৪ রুবাইয়া)

প্রধানমন্ত্রী আমাকে অস্থায় রেখে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দিয়েছেন : হাছান মাহমুদ

নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ বলেছেন প্রধানমন্ত্রী আমাকে অস্থায় রেখে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দিয়েছেন। ইনশাল্লাহ এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে আমরা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাব এবং দেশের ভাবমূর্তি উজ্জল করবো। পূর্ব-পশ্চিম সবার সঙ্গে সম্পর্কের আরো উন্নয়ন ঘটাবো। সকালে নবগঠিত মন্ত্রিপরিষদের সঙ্গে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তপক অর্পণ শেষে তিনি এসব কথা বলেন। এ সময় বিএনপি তালা ভাঙ্গার নাটক করেছে বলে অভিযোগ করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ।
(রেডিও টুডে : ১৮৪৫ ঘ. ১২.০১.২০২৪ রুবাইয়া)

কাজী ফিরোজ রশিদ ও সুনীল শুভ রায় কে জাতীয় পার্টি থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে

কাজী ফিরোজ রশিদ ও সুনীল শুভ রায় কে জাতীয় পার্টির কো-চেয়ারম্যান এবং প্রেসিডিয়াম সদস্যপদসহ দলীয় সকল পদবী থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। শুক্রবার জাতীয় পার্টির যুগ্ম দপ্তর সম্পাদক মাহমুদ আলম এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ কাদের দলীয় গঠনতন্ত্রে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে কাজী ফিরোজ রশিদ ও সুনীল শুভ রায় কে জাতীয় পার্টির কো-চেয়ারম্যান এবং প্রেসিডিয়াম সদস্যপদসহ দলীয় সকল পদবী থেকে অব্যাহতি প্রদান করেছেন। যা ইতোমধ্যে কার্যকর করা হয়েছে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে। (রেডিও টুডে : ১৮৪৫ ঘ. ১২.০১.২০২৪ রুবাইয়া)

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন বিমসটেকের মহাসচিব

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পুনঃনির্বাচিত হওয়ায় বে অফ বেঙ্গল ইনিশিয়েটিভ ফর মাল্টি সেক্টরাল টেকনিক্যাল এন্ড ইকোনমিক কো-অপারেশন বা বিমসটেক শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। বিমসটেকের মহাসচিব ইন্দ্রমনি পাণ্ডে। বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রীকে এই অভিনন্দন জানান।অভিনন্দন বার্তায় মহাসচিব বলেন টানা চতুর্থ মেয়াদে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পুনঃনির্বাচিত হওয়ায় আন্তরিক অভিনন্দন জানাতে পেরে আমি সম্মানিত বোধ করছি। তিনি বলেন বিমসটেকের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে আপনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ বিমসটেকের কাঠামোর মধ্যে আঞ্চলিক সহযোগিতা সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বিমসটেক মহাসচিব বলেন বিমসটেক এর একটি শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ টেকসই বঙ্গোপসাগর অঞ্চল গড়ে তোলার দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনে বাংলাদেশের নেতৃত্ব গুরুত্বপূর্ণ থাকবে। (রেডিও টুডে :৮৪৫ ঘ. ১২.০১.২০২৪ আসাদ)

বাংলাদেশে বিরোধী দলের উপর দমন পীড়নে উদ্বেগ জানিয়েছে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ

বাংলাদেশ দ্বাদশ জাতীয় সংসদে নির্বাচনের পূর্বে বিরোধী দলের সদস্যদের উপর ব্যাপক দমন পীড়ন ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সরকারের সমালোচনা কারীদের গ্রেফতারে উদ্বেগ জানিয়েছে নিউইয়র্ক ভিত্তিক আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস ওয়াচ। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ এর ২০২৪ সালের বৈশ্বিক মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে বাৎসরিক প্রতিবেদনে বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ সম্পর্কে এমন তথ্য তুলে ধরা হয়। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে সাত জানুয়ারি অনুষ্ঠিত নির্বাচনের অবাধ ও সুষ্ঠু হবে না এমন ধারণা থেকে দেশটির প্রধান বিরোধী দল বিএনপি নির্বাচনে আসেনি যা নির্বাচন ও নির্বাচন প্রক্রিয়াকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে।
(রেডিও টুডে : ৮৪৫ ঘ. ১২.০১.২০২৪ আসাদ)

প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে জাতীয় স্মৃতিসৌধ ও বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানালো নতুন মন্ত্রিসভা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে জাতীয় স্মৃতিসৌধে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যরা। আজ শুক্রবার বেলা ১১ঃ০০ টায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মন্ত্রিসভার সদস্যরা সাভারে অবস্থিত জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এর আগে সকাল দশটায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মন্ত্রিসভার সদস্যরা ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানান। গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাতটায় বঙ্গভবনে টানা চতুর্থবার ও সব মিলিয়ে পঞ্চম বারের মত দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা। পঞ্চম মেয়াদে রাষ্ট্র পরিচালনায় এবারের মন্ত্রিসভায় রয়েছেন ২৫ জন মন্ত্রী এবং ১১ জন প্রতিমন্ত্রী। (রেডিও টুডে : ১৩৪৫ ঘ. ১২.০১.২০২৪ আসাদ)

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের অভিনন্দন

পুনরায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ায় শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। বৃহস্পতিবার বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠানো ঐ চিঠিতে রুশ প্রেসিডেন্ট বলেন রাশিয়া বাংলাদেশ সম্পর্ক ঐতিহ্যগত ভাবে বন্ধুত্বের চেতনায় বিকশিত হয়ে আসছে। আশা করি সরকার প্রধান হিসেবে আপনার কার্যক্রম আমাদের দেশের জনগণের সুবিধার জন্য গঠনমূলক দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা জোরদার করতে আরো অবদান রাখবে। চিঠিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাফল্য সুস্বাস্থ্য ও মঙ্গল কামনা করেন ভ্লাদিমির পুতিন।

(রেডিও টুডে : ১৩৪৫ ঘ. ১২.০১.২০২৪ আসাদ)

ঘরে-বাইরে নানামুখী চাপ সামাল দিতে হবে সরকারকে : ওবায়দুল কাদের

নতুন সরকারের চ্যালেঞ্জের বিষয়ে জানিয়ে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন সংসদের ভিতরে-বাইরে নানামুখী চাপ সামাল দিতে হবে সরকারকে। এরমধ্যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও কূটনীতিক এই তিনটি চ্যালেঞ্জ রয়েছে। শুক্রবার সকালে ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানান নতুন মন্ত্রী- প্রতিমন্ত্রীরা। শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে তিনি সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন। ওবায়দুল কাদের বলেন সাধারণ মানুষের জীবনমান উন্নয়নই আওয়ামী লীগ সরকারের প্রধান উদ্দেশ্য। কাদের বলেন দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ নতুন সরকারের প্রথম চ্যালেঞ্জ। (রেডিও টুডে : ১৩৪৫ ঘ. ১২.০১.২০২৪ আসাদ)

অজানা আতঙ্ক ঘিরে ধরেছে ক্ষমতাসীনদের : রিজভী

ডামি সরকারের পতনের আন্দোলন চলছে চলবে এবং শিগগিরই সরকারের পতন ঘটবে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। শুক্রবার সকালে নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন। তিনি আরো বলেন তাড়াহুড়া করে মন্ত্রী-এমপিদের শপথ প্রমান করে অজানা আতঙ্ক ঘিরে ধরেছে ক্ষমতাসীনদের। রিজভী আরো বলেন বর্তমান সরকার তাসের ঘরের মতো অবস্থায় আছে। ভোট না দিয়ে জনগণ চূড়ান্তভাবে আওয়ামী লীগকে প্রত্যাখ্যান করেছে। (রেডিও টুডে : ১৩৪৫ ঘ. ১২.০১.২০২৪ আসাদ)

রাজধানীর মতিঝিলে বেলকুনি থেকে পড়ে এক পুলিশ কনস্টেবলের স্ত্রীর মৃত্যু

রাজধানীর মতিঝিলের এজিবি কলোনীর একটি ভবনের অষ্টম তলার বেলকুনি থেকে নিচে পড়ে গিয়ে হামিদা আক্তার নামে এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। তিনি পুলিশের একজন কনস্টেবলের স্ত্রী বলে জানা গেছে। শুক্রবার সকাল সাড়ে নয়টার দিকে একই ঘটনা ঘটে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত্যু ঘোষণা করেন। মতিঝিল থানার উপ পরিদর্শক ফাতেমা আক্তার সংবাদ মাধ্যমকে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। (রেডিও টুডে ১৩৪৫ ঘ. ১২.০১.২০২৪ আসাদ)

বিশ্বের দূষিত শহরের তালিকায় ঢাকা আজ পঞ্চম স্থানে রয়েছে

বিশ্বের দূষিত শহরের তালিকায় আজ শুক্রবার ঢাকার অবস্থান ছিল পঞ্চম। সকাল ৯টা ৫০ মিনিটে এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স বা এ কিউ আই স্কোর ১৮৫ নিয়ে রাজধানীর বাতাসের মান অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় রয়েছে। ভারতের কলকাতা, পাকিস্তানের করাচি এবং চীনের উহান তালিকার প্রথম তিনটি স্থান দখল করে রয়েছে।
(রেডিও টুডে : ১৩৪৫ ঘ. ১২.০১.২০২৪ আসাদ)

দেশের উত্তরাঞ্চলে জানুয়ারি মাসব্যাপী কনকনে শীত থাকবে : আবহাওয়া অধিদপ্তর

সারা দেশে শীতের দাপট আরো বেড়েছে। উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকায় কন কনে ঠান্ডার এমন আবহাওয়া থাকবে মাসজুড়ে। সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পাশাপাশি সর্বোচ্চ তাপমাত্রা কম হওয়ায় দিনভর স্বাভাবিক রোদ না থাকায় স্বাভাবিকভাবে শীত বেশি অনুভূত হচ্ছে। আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে আগামী কয়েকদিন কনকনে শীত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া শক্তিশালী পশ্চিমা লঘু চাপের কারণে ১৮ থেকে ২০ জানুয়ারি দেশব্যাপী বৃষ্টিপাতের প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। (রেডিও টুডে : ১৩৪৫ ঘ. ১২.০১.২০২৪ আসাদ)

ফিফার বড় অংকের জরিমানার মুখে পড়েছে বাফুফে

বড় শাস্তির মুখে পড়েছে বাংলাদেশ ফুটবল। বাফুফেকে বড় অঙ্কের আর্থিক জরিমানা করেছে ফিফা। বিশ্বকাপ বাছাইয়ের তিনটি ম্যাচে শৃঙ্খলাভঙ্গ, নিরাপত্তাবিধি ভাঙাসহ বাফুফের একাধিক অভিযোগ এনেছে বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থ। শুক্রবার ফিফার ওয়েবসাইটে এই তথ্য প্রকাশ করা হয়। গত অক্টোবর ও নভেম্বরে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ বাছাইয়ের তিনটি ম্যাচে শৃঙ্খলাভঙ্গের ঘটনায় বাফুফেকে মোট ৩০ হাজার ২৫০ সুইস ফ্রাঙ্ক জরিমানা করেছে ফিফার ডিসিপ্লিনারি কমিটি। বাংলাদেশী মুদ্রায় যার পরিমাণ প্রায় ৩৯ লাখ টাকা। গত ১২ অক্টোবর বিশ্বকাপ বাছাইয়ের প্রথম রাউন্ডের প্রথম ম্যাচে মালেতে মালদ্বীপের মুখোমুখি হয়েছিল বাংলাদেশ। ১-১ গোলে ড্রয়ের ম্যাচটিতে বাংলাদেশের ৬ খেলোয়াড় দলীয় শৃঙ্খলা ভেঙেছেন, এমন অভিযোগ এনে বাফুফেকে ৫ হাজার সুইস ফ্রাঙ্ক বা ৬ লাখ ৪৩ হাজার ৭০৬ টাকা জরিমানা করে ফিফা। পাঁচদিন পর ঘরের মাঠে একই প্রতিপক্ষের বিপক্ষে ম্যাচেও জরিমানা দিতে হচ্ছে। কিংস অ্যারেনায় সেই ম্যাচে ২-১ গোলে জেতে বাংলাদেশ। যে জয় বাংলাদেশকে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের মূল পর্বে জায়গা করে দেয়। কিন্তু ম্যাচের নিরাপত্তাবিধি ভাঙা, গ্যালারিতে বাজি-পটকা পোড়ানো এবং মাঠে দর্শকদের প্রবেশের কারণে ১৪ হাজার সুইস ফ্রাঙ্ক বা ১৮ লাখ ২ হাজার ৩৭৬ টাকা জরিমানা ধরা হয়েছে। আর শেষ অভিযোগটি ছিল ২১ নভেম্বর লেবাননের বিপক্ষে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের দ্বিতীয় রাউন্ডে। কিংস অ্যারেনায় ১-১ গোলে ড্রয়ের এ ম্যাচেও নিরাপত্তাবিধি ভাঙা, গ্যালারিতে বাজি-পটকা পোড়ানো এবং মাঠে দর্শকদের ঢোকার দায়ে বাফুফেকে ১১ হাজার ২৫০ সুইস ফ্রাঙ্ক বা বাংলাদেশী মুদ্রায় প্রায় ১৪ লাখ ৪৮ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।
(রেডিও টুডে : ১৩৪৫ ঘ. ১২.০১.২০২৪ আসাদ)

নতুন শিক্ষাক্রম ও এর মূল্যায়নের পদ্ধতিতে প্রয়োজনে পরিবর্তন আসতে পারে: শিক্ষামন্ত্রী

তুমুল আলোচনায় থাকা নতুন শিক্ষাক্রম ও এর মূল্যায়নের পদ্ধতিতে প্রয়োজনে পরিবর্তন আসতে পারে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল। শুক্রবার বিকেলে রাজধানীর বনানীতে মন্ত্রীর নিজ বাসায় এডুকেশন রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশ (ইরাব) নেতাদের সঙ্গে এক সৌজন্য সাক্ষাতে শিক্ষামন্ত্রী এসব কথা বলেন। তিনি বলেন নতুন শিক্ষাক্রমে অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে। সেক্ষেত্রে নতুন শিক্ষাক্রমে বেশ কিছু সংযোজন আসছে। এখানে মূল্যায়ন পদ্ধতিতে পরিবর্তন করার পাশাপাশি আরো বেশ কিছু পরিবর্তন করতে হবে।
(রেডিও টুডে : ২১৪৫ ঘ. ১২.০১.২০২৪ রুবাইয়া)

যারা অপরাজনীতি এবং সন্ত্রাস জ্বালাও পোড়াও করে তাদের নিয়ে বলা ঠিক হবে না : সমাজকল্যাণমন্ত্রী

সমাজকল্যাণ মন্ত্রী ডা. ডিপু মনি বলেছেন যারা অপরাজনীতি এবং সন্ত্রাস জ্বালাও পোড়াও করে দেশের ক্ষতি করছে তাদের নিয়ে কোন মন্তব্য করা ঠিক হবে না। কারণ তারা দেশের কল্যাণ চায় না। শুক্রবার সন্ধ্যায় চাঁদপুরে দলীয় নেতাকর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় শেষে উপস্থিত সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে দীপু মনি এসব কথা বলেন। তিনি বলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু একটি কল্যাণ রাষ্ট্র গঠন করতে চেয়েছিলেন। তবে তার সেই স্বপ্ন পূরণ হয়নি। কিন্তু বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা পিতার স্বপ্ন পূরণে দেশকে আজ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। (রেডিও টুডে : ২১৪৫ ঘ. ১২.০১.২০২৪ রুবাইয়া)

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে বহির্বিশ্ব থেকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করা হয়েছিল অভিযোগ রাশিয়ার

বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে বহির্বিশ্ব থেকে প্রভাবিত করার চেষ্টা হয়েছিল বলে আবারও অভিযোগ করেছে রাশিয়া। রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মারিয়া জাখারোভা শুক্রবার এক বিবৃতিতে এই অভিযোগ করেন। ঢাকায় রাশিয়ার দূতাবাস তার ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে বিবৃতিটি প্রকাশ করেছে। মারিয়া জাখারোভা বলেন ভোটারদের স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ সৃষ্টি করা বাংলাদেশের নেতৃত্বের প্রশংসা করা উচিত। তবে কিছু দলের নির্বাচন বর্জন দুঃখজনক। (রেডিও টুডে : ২১৪৫ ঘ. ১২.০১.২০২৪ রুবাইয়া)

জাগো এফএম

বেড়েছে নিত্যপণ্যের দাম, ভোটে সরবরাহ কমার অজুহাত

জাতীয় নির্বাচনের পর সপ্তাহ না পেরুতেই উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজার। গত এক সপ্তাহের ব্যবধানে বাজারে চালসহ বেশকিছু ভোগ্যপণ্যের দাম বেড়েছে। ভরা মৌসুমে আরও চড়া হয়েছে সবজির দাম। বেড়েছে ব্রয়লার মুরগি, আটা, ময়দা, ডাল, ছোলা, আদা ও রসুনসহ আরও বেশকিছু পণ্যমূল্য। শুক্রবার (১২ জানুয়ারি) সকালে রাজধানীর বিভিন্ন বাজার ঘুরে দেখা গেছে এ চিত্র। (জাগো এফএম : ১৭০০ ঘ. ১২.০১.২০২৪ প্রতীক)

ফের তিন জেলায় শৈত্যপ্রবাহ, আগামী সপ্তাহে বৃষ্টির আভাস

তাপমাত্রা কিছুটা কমে ফের দেশের তিন জেলায় শুরু হয়েছে শৈত্যপ্রবাহ। তাপমাত্রা খুব বেশি না কমলেও কুয়াশার কারণে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রার ব্যবধান কমায় সারাদেশেই জেঁকে বসেছে শীত। আগামী সপ্তাহে দেশের বিভিন্ন স্থানে বৃষ্টি হতে পারে বলেও জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে নির্দিষ্ট সময় ধরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৮ থেকে ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকলে তাকে বলে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ। তাপমাত্রা ৬ থেকে ৮ ডিগ্রির মধ্যে হলে তাকে বলে মাঝারি এবং তাপমাত্রা ৪ থেকে ৬ ডিগ্রির মধ্যে থাকলে বলে তীব্র শৈত্যপ্রবাহ। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে নামলে তাকে বলে অতি তীব্র শৈত্যপ্রবাহ।
(জাগো এফএম : ১৭০০ ঘ. ১২.০১.২০২৪ প্রতীক)

খালেদা জিয়া অনেকটা সুস্থ বোধ করছেন : ডা. জাহিদ

বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া অনেকটা সুস্থ বোধ করছেন বলে জানিয়েছেন তার মেডিকেল বোর্ডের সদস্য বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন। তিনি বলেন, খালেদা জিয়ার শরীরে টিআইপিএস পদ্ধতি স্থাপন করা হয়েছে। অত্যন্ত সফলভাবে এখন পর্যন্ত টিআইপিএস কাজ করছে। যার জন্য তিনি অনেকটা সুস্থ বোধ করছেন। ফলে আজ তিনি বাসায় আসতে পেরেছেন। বাড়ি নিয়ে আসা হলেও চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে খালেদা জিয়ার চিকিৎসা চলবে। (জাগো এফএম : ১৭০০ ঘ. ১২.০১.২০২৪ প্রতীক)

যুক্তরাষ্ট্র-যুক্তরাজ্যসহ পশ্চিমা রাষ্ট্রদূতরা অভিনন্দন জানিয়েছেন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে টানা চতুর্থবারের মতো গঠিত নবনির্বাচিত সরকারকে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ পশ্চিমা সব রাষ্ট্রদূত অভিনন্দন জানিয়েছেন বলে উল্লেখ করেছেন নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। শুক্রবার (১২ জানুয়ারি) সকালে নবগঠিত মন্ত্রিপরিষদের সঙ্গে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে তিনি এ কথা বলেন। নির্বাচন নিয়ে বিদেশি রাষ্ট্রগুলোর প্রতিক্রিয়া নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নে তিনি বলেন, 'দেখুন গতকাল (বৃহস্পতিবার) বঙ্গভবনে নবনির্বাচিত সরকারের মন্ত্রিপরিষদের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে মার্কিন রাষ্ট্রদূত, যুক্তরাজ্যের হাইকমিশনারসহ ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত রাষ্ট্রগুলোসহ প্রায় সব দেশের রাষ্ট্রদূত ছিলেন। অর্থাৎ বর্তমান সরকারকে অভিনন্দন জানাতে তারা সবাই গিয়েছিলেন।
(জাগো এফএম : ১৭০০ ঘ. ১২.০১.২০২৪ প্রতীক)

ইশতেহার বাস্তবায়নই মূল টার্গেট : ওবায়দুল কাদের

নতুন সরকারের সামনে রাজনৈতিক, কূটনৈতিক এবং অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ রয়েছে বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। নতুন সরকারের প্রস্তুতি কী জানতে চাইলে কাদের বলেন, আমরা মন্ত্রিপরিষদ বৈঠক করবো, যার যার দপ্তরে কাজ করবো। বিশেষ করে আমাদের ইশতেহার, সেই ইশতেহার বাস্তবায়নই আমাদের মূল টার্গেট। শুক্রবার (১২ জানুয়ারি) সকালে নতুন মন্ত্রিপরিষদের বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব মন্তব্য করেন তিনি।
(জাগো এফএম : ১৭০০ ঘ. ১২.০১.২০২৪ প্রতীক)

ভারতে চিকিৎসা শেষে দেশে ফিরলেন বিএনপির মহাসমাবেশে আহত পুলিশ সদস্য

গত বছরের ২৮ অক্টোবর বিএনপির মহাসমাবেশকে কেন্দ্র করে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় দায়িত্ব পালনের সময় আহত হয়েছিলেন ডিএমপির নায়েক মো. আব্দুর রাজ্জাক। এরপর তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ভারতে নেওয়া হয়। চিকিৎসা শেষে বৃহস্পতিবার দেশে ফিরেছেন তিনি। পুলিশ মহাপরিদর্শক (আইজিপি) চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন ও ডিএমপি কমিশনার হাবিবুর রহমানের উদ্যোগে ৯ নভেম্বর রাজ্জাককে দিল্লির অ্যাপোলো হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। বর্তমানে তিনি আশঙ্কামুক্ত অবস্থায় রাজারবাগ কেন্দ্রীয় পুলিশ হাসপাতালে ভর্তি আছেন। সেখানে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে চলবে তার চিকিৎসা। তিনি ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) প্রতিরক্ষা বিভাগে কর্মরত। (জাগো এফএম : ১৭০০ ঘ. ১২.০১.২০২৪ প্রতীক)

বরিশালে ভ্যান-মোটরসাইকেল সংঘর্ষে নিহত ২

বরিশালের আগৈলঝাড়ায় ভ্যান ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে ভ্যানচালকসহ দু'জন নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (১১ জানুয়ারি) রাত সাড়ে ১০টার দিকে উপজেলার সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের সামনের সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। (জাগো এফএম : ১৭০০ ঘ. ১২.০১.২০২৪ প্রতীক)

এ বিজয় গণতন্ত্রের বিজয় : প্রধানমন্ত্রী

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে টানা চতুর্থবার সরকার গঠন করেছে আওয়ামী লীগ। এ বিজয়কে গণতন্ত্রের বিজয় হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন দলটির সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। একইসঙ্গে তিনি এই অঙ্গীকার করেন, জনগণের রায়ের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ আবার ক্ষমতায় আসায় সমৃদ্ধির পথে বাংলাদেশের যাত্রা অব্যাহত থাকবে। শুক্রবার (১২ জানুয়ারি) বেলা ১১টায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদন করে নতুন মন্ত্রিসভা। এরপর জাতীয় স্মৃতিসৌধ প্রাঙ্গণে রাখা দর্শনার্থী বইতে সই করার সময় শেখ হাসিনা এই অঙ্গীকার করেন। দর্শনার্থী বইতে প্রধানমন্ত্রী লেখেন, 'আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির পথে বাংলাদেশের যাত্রা অব্যাহত থাকবে।' একইসঙ্গে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা গড়ার অঙ্গীকারও ব্যক্ত করেন। (জাগো এফএম : ১৭০০ ঘ. ১২.০১.২০২৪ প্রতীক)

আরেকটি মেকি সরকারের যাত্রা শুরু হয়েছে : রিজভী

ডামি প্রার্থী, ডামি ফলাফল, ডামি এমপি এবং ডামি শপথের মধ্যদিয়ে আরেকটি মেকি সরকারের যাত্রা শুরু হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। শুক্রবার দুপুরে রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এ মন্তব্য করেন তিনি। রুহুল কবির রিজভী বলেন, বাংলাদেশে রাজনীতির ইতিহাসে ডামি প্রার্থী, ডামি ভোটার, ডামি এজেন্ট, ডামি পর্যবেক্ষক, ডামি ফলাফল, ডামি এমপি, ডামি শপথের মধ্যদিয়ে গতকাল ওয়ান-ইলেভেনের একদলীয় ফ্যাসিবাদের হুংকারে আরেকটি মেকি সরকারের যাত্রা শুরু হয়েছে। ভুয়া ভোট শেষ হতে না হতেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিশিরাতের সংসদের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগেই গেজেট জারি, তড়িঘড়ি শপথ ও নজিরবিহীন দ্রুততায় সরকার গঠনের ঘটনা প্রমাণ করে এক অজানা ভীতি-আতংঙ্ক ঘিরে ধরেছে তাকে। সবকিছু অবৈধ-ভুয়া-আর জালিয়াতির আবর্তে তাসের ঘরের ওপর সিংহাসন পাতলে এমন নির্ঘুম অনিশ্চয়তা আতঙ্কে জীবন পতিত হয়। তিনি বলেন, দেশের জনগণ এবং গণতান্ত্রিক বিশ্ব নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করেছে। ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনাকে জনগণ ডামি নির্বাচন বর্জন করে চূড়ান্তভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে। এরসঙ্গে জড়িত প্রক্রিয়া, ব্যক্তি, ফলাফল, শপথ, সংসদ, সরকার সবকিছুই প্রত্যাখ্যাত, অগ্রহণযোগ্য। ৭ জানুয়ারি তথাকথিত নির্বাচনটি ছিল গণতন্ত্রকামী জনগণের আন্দোলনের পক্ষে এবং ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনার ডামি নির্বাচন বর্জনের পক্ষে একটি সুস্পষ্ট গণরায়। এই ডামি সরকার ওয়ান-ইলেভেনের ধারাবাহিকতা মাত্র। (জাগো এফএম : ১৯০০ ঘ. ১২.০১.২০২৪ প্রতীক)

নির্বাচনি ইশতেহার অনুযায়ী অবৈধ আয় ও সম্পদ বাজেয়াপ্ত করুন : টিআইবি

হলফনামার তথ্যের বিশ্লেষণ ও নির্বাচনি ইশতেহারের আলোকে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ সদস্যদের কারও অবৈধ আয় ও সম্পদ থাকলে তা আইনি প্রক্রিয়ায় বাজেয়াপ্ত করাসহ দৃষ্টান্তমূলক জবাবদিহি নিশ্চিতের আহ্বান জানিয়েছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। বৃহস্পতিবার (১১ জানুয়ারি) এক বিবৃতিতে এ আহ্বান জানায় সংস্থাটি। বিবৃতিতে বলা হয়, দ্বাদশ জাতীয় সংসদের নির্বাচনি হলফনামা বিশ্লেষণ করে জানা যায়, অস্থাবর সম্পদের ভিত্তিতে প্রায় ৮৫ শতাংশই কোটিপতি। ১০০ কোটি টাকার বেশি সম্পদ রয়েছে- এমন সংসদ সদস্যের সংখ্যা ১৫। দ্বাদশ

জাতীয় সংসদ সদস্যদের অস্থাবর সম্পদের সম্মিলিত মূল্য প্রায় ২২ হাজার ৭০০ কোটি টাকার বেশি। সবশেষ চারটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংসদ সদস্যদের গড় অস্থাবর সম্পদের তুলনা করলে দেখা যাচ্ছে, দশম সংসদের তুলনায় একাদশ সংসদের সম্পদ বেড়েছে ৭৫ শতাংশের বেশি। (জাগো এফএম : ১৯০০ ঘ. ১২.০১.২০২৪ প্রতীক)

জলবায়ু ফান্ডের অর্থের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে : পরিবেশমন্ত্রী

জলবায়ু ফান্ডের অর্থের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে বলে জানিয়েছেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী। শুক্রবার (১২ জানুয়ারি) সকালে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরের সামনে মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের সঙ্গে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানান সাবের হোসেন চৌধুরী। পরে সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে এ কথা বলেন তিনি। সাবের হোসেন চৌধুরী বলেন, 'আন্তর্জাতিক লস অ্যান্ড ড্যামেজ ফান্ড থেকে দ্রুততম সময়ে বরাদ্দ আনার সর্বোচ্চ চেষ্টা করবো। প্রাপ্ত বরাদ্দ যাতে প্রকৃতপক্ষে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের হাতে পৌঁছায় তা নিশ্চিত করা হবে। জলবায়ু ফান্ডের অর্থ ব্যবহারে স্বচ্ছতা বাড়িয়ে এর সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে।' (জাগো এফএম : ১৯০০ ঘ. ১২.০১.২০২৪ প্রতীক)

কাজী ফিরোজ রশীদ ও সুনীল শুভ রায়কে জাপা থেকে অব্যাহতি

জাতীয় পার্টির (জাপা) কো-চেয়ারম্যানের পদসহ দলের সব পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে কাজী ফিরোজ রশীদকে। এছাড়াও সুনীল শুভ রায়কে জাপার প্রেসিডিয়াম সদস্য পদসহ দলের সব পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। শুক্রবার (১২ জানুয়ারি) বিকেলে গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায় জাতীয় পার্টি। জাপার যুগ্ম দপ্তর সম্পাদক মাহমুদ আলমের সই করা বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
(জাগো এফএম : ১৯০০ ঘ. ১২.০১.২০২৪ প্রতীক)

নতুন শিক্ষাক্রমে পরিবর্তন আসতে পারে : শিক্ষামন্ত্রী

তুমুল আলোচনায় থাকা নতুন শিক্ষাক্রম ও এর মূল্যায়নে পদ্ধতিতে প্রয়োজনে পরিবর্তন আনা হতে পারে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল। তিনি বলেন, নতুন শিক্ষাক্রমে এখন যে একেবারে শতভাগ স্থায়ী তা কিন্তু নয়। আমরা আগেও বলেছি, আমাদের সে কারেকশনগুলো আসবে সেগুলো সমাধান করবো। শুক্রবার (১২ জানুয়ারি) বিকেলে অ্যাডুকেশন রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ (ইরাব) নেতাদের সঙ্গে এক সৌজন্য সাক্ষাতে এসব কথা বলেন শিক্ষামন্ত্রী। রাজধানীর বনানীতে মন্ত্রীর নিজ বাসায় এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল বলেন, নতুন শিক্ষাক্রমে অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে। মূল্যায়ন পদ্ধতির চ্যালেঞ্জের কথা যদি বলেন, সেক্ষেত্রে বলবো, নতুন শিক্ষাক্রমে বেশকিছু সংযোজন আসছে, এগুলো আমরা দেখছি। এখানে মূল্যায়ন পদ্ধতিতে পরিবর্তন করতে হবে। এছাড়া আরও বেশকিছু পরিবর্তন করতে হবে।
(জাগো এফএম : ১৯০০ ঘ. ১২.০১.২০২৪ প্রতীক)

রাজনীতি নির্ভর উচ্চশিক্ষিত মন্ত্রিসভা

টানা চতুর্থ মেয়াদে সরকার গঠন করেছে আওয়ামী লীগ। প্রধানমন্ত্রীর বাইরে ৩৬ সদস্যের মন্ত্রিসভার বেশিরভাগ সদস্য উচ্চশিক্ষিত। নির্বাচনি হলফনামায় নানা পেশা উল্লেখ করলেও বা তাদের আয়ের উৎস ভিন্ন থাকলেও বেশিরভাগ রাজনৈতিক ব্যাকগ্রাউন্ডের। রাজনীতি নির্ভর উচ্চশিক্ষিত মন্ত্রিসভা হয়েছে বলে মনে করছেন অনেকে। হলফনামার তথ্য বিশ্লেষণে দেখা গেছে, এ মন্ত্রিসভার সদস্যদের মধ্যে ব্যবসায়ী ২০ জন, আইনজীবী চারজন, চিকিৎসক দুইজন, শিক্ষক তিনজন, সাবেক আমলা দুইজন, বাহিনী তিনজন, কৃষক একজন ও বেসরকারি চাকুরে একজন রয়েছেন। যদিও এটি আয়ের উৎস প্রদর্শনে পেশা ব্যবহার করেছেন তারা। প্রকৃতপক্ষে এ মন্ত্রিসভার প্রায় ২০জন সদস্য সরাসরি রাজনীতি করেন। তাদের নিজস্ব ব্যাকগ্রাউন্ডে রাজনীতির সম্পৃক্ততা আছে। বাকি সাতজনের মতো পৈতৃক সূত্রে রাজনীতি করেন। এর বাইরে আটজনের কেউ সাবেক আমলা, কেউ অন্যান্য পেশা থেকে রাজনীতিতে এসেছেন।
(জাগো এফএম : ১৯০০ ঘ. ১২.০১.২০২৪ প্রতীক)

সাম্প্রদায়িক অপশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই চলবে : নানক

নতুন বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য জাহাঙ্গীর কবির নানক বলেছেন, সব সাম্প্রদায়িক অপশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। লড়াই চলবে। শুক্রবার (১২ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় রাজধানীর মোহাম্মদপুরে সূচনা কমিউনিটি সেন্টারে এক গণসংবর্ধনা অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তিনি। দ্বাদশ জাতীয় সংসদে তিনি সরকারের বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করায় মোহাম্মদপুর, আদাবর ও শের-ই-বাংলা নগরের সর্বস্তরের জনগণের পক্ষে এ গণসংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। (জাগো এফএম : ১৯০০ ঘ. ১২.০১.২০২৪ প্রতীক)

সংসদ ভেঙে নতুন নির্বাচন দাবি গণঅধিকার পরিষদের

সংসদ ভেঙে দিয়ে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নতুন নির্বাচনের দাবি জানিয়েছে গণধিকার পরিষদ। শুক্রবার (১২ জানুয়ারি) বিকেলে রাজধানীর বিজয় নগরে এ দাবিতে দলটির পক্ষ থেকে গণমিছিল বের করা হয়। গণঅধিকার পরিষদের একাংশের সভাপতি নুরুল হক নূরের নেতৃত্বে মিছিলটি নাইটিঙ্গেল মোড় থেকে আনন্দ ভবন

কমিউনিটি সেন্টার পলওয়েল মার্কেট পল্টন থানার সামনে দিয়ে নয়াপল্টন বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয় হয়ে ফের নাইটিঙ্গেল মোড় গিয়ে শেষ হয়। (জাগো এফএম : ১৯০০ ঘ. ১২.০১.২০২৪ প্রতীক)

BBC

ISRAEL OFFICIALS WANT GAZA DESTRUCTION: COURT

Israel's plan to destroy Gaza comes from the highest level of state, the UN's top court has said. The claims were made by South African lawyers as it presented its case accusing Israel of genocide at the International Court of Justice. South Africa also called on the court to order Israel to cease military operations in Gaza. Israel - which will present its defence on Friday - has vehemently rejected the accusations as "baseless". The court will deliver only an opinion on the genocide allegation, although it is being closely watched. (BBC Web Page: 12/01/24, FARUK)

UK TO INCREASE UKRAINE SUPPORT TO £2.5bn : PM

The UK will provide £2.5bn of military aid to Ukraine over the coming year, Rishi Sunak has said - Britain's largest annual commitment since Russia's invasion. The PM made the announcement during a rare visit to the country, where he will also sign a new agreement supporting its long-term security. Officials said the package will provide Ukraine with long-range missiles, air defence and artillery shells. Some £200m will be spent on drones, most of which will be UK-made. Officials said the military package - for the next financial year beginning in April - would result in the largest delivery of drones to Ukraine by any country.
(BBC Web Page: 12/01/24, FARUK)

FM CALLS FOR PARLIAMENT RECALL OVER YEMEN STRIKES

Scotland's first minister Humza Yousaf has called for the UK parliament to be recalled over the air strikes in Yemen. The UK and US strikes against Houthi rebel sites have been described by Rishi Sunak as necessary and proportionate to protect the global shipping in the Red Sea. The targeted strikes on military facilities took place overnight. Humza Yousaf said there were significant questions to be asked and answered about military action. Prime Minister Rishi Sunak has said the strikes against the Iranian-backed group, who he accuses of threatening UK ships, was in self-defence. (BBC Web Page: 12/01/24, FARUK)

SHELLS HIT SUDAN CAPITAL KILLING CIVILIANS

At least 10 civilians have been killed after Sudan's army and the rival paramilitary Rapid Support Forces (RSF) group exchanged artillery fire in the south of the Khartoum. Activist Muhammad Kindasha told Sudan Tribune news website that some of the victims died when an artillery shell hit a house where a social event was being held on Thursday. He added that there were fierce confrontations between the army and the RSF in residential areas, describing the situation as catastrophic. Shells also reportedly hit a local market. Many civilians have been killed in indiscriminate shelling in Khartoum since the war between the army and the RSF began in April 2023. (BBC Web Page: 12/01/24, FARUK)

OIL PRICE RISES 4% ON RED SEA STRIKES

The price of oil has spiked 4% this morning after UK and US forces carried out military strikes against the Houthi rebels in Yemen. A barrel of Brent crude is currently at $80.55. The attacks have increased fears that the airstrikes could increase tension in the Middle East threatening the supply of oil from the region. The Houthi attacks have been concentrated in the Red Sea, but analysts worry that if disruption spread to the Strait of Hormuz, there would be a more significant impact on the supply of oil. Some 20m barrels of oil per day move through the Strait of Hormuz, which is equivalent to 20% of global consumption, according to analysts at the bank ING. (BBC Web Page: 12/01/24, FARUK)

US AND UK HAVE LIMITED MILITARY OPTIONS

President Biden has said he won't hesitate to take further military action if necessary. But the US has also made clear that it does not want the see a widening conflict in the Middle East. That suggests that any future US-led military action, if necessary, would again be limited. Airstrikes and long-range cruise missiles are the least risky and costly for the US President in an election year. Remember the US has also been using limited airstrikes to target other Iranian backed groups in Iraq and Syria in recent months. But at best it's a deterrent. It will not eliminate the threat.
(BBC Web Page: 12/01/24, FARUK)

SAUDI ARABIA CALLS FOR RESTRAINT AFTER ATTACKS

Saudi Arabia, which has led an aerial bombing campaign against the Houthis since 2015, has called for restraint and avoiding escalation following the US and UK strikes. The official Saudi Press Agency says the kingdom is watching the operation with great concern. The Saudis formed a coalition of Arab states to remove the Houthis and restore the Saudi-allied Yemeni government, which the Houthis had overthrown. The Saudi-led bombing campaign has killed around 20,000 people, about half of them children, according to the UN. Saudi Arabia is a key ally of the US and UK, who are two biggest suppliers of arms to the kingdom.
(BBC Web Page: 12/01/24, FARUK)

::THE END::